এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি খেলার জগৎ
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি অর্ধেক আকাশ

৫ বাঁকুড়ার হলুদকানালি উন্নয়নে বিশেষ নজর মুখ্যমন্ত্রীর
শ্যাম সাদের পরিবারকে ১০ লক্ষ আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ৬

কলকাতা ২০ নভেম্বর ২০২৬ ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ১৫৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.11.2026, Vol.20, Issue No. 158, 8 Pages, Price 3.00



বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

বাংলার উন্নয়ন নিয়ে শাহি বৈঠক শুভেন্দুর

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর: বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন নয়াদিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৈঠক শেষে সমাজমাধ্যম এক্স-এ শুভেন্দু জানান, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং রাজ্যের সার্বিক অগ্রগতি ও জনকল্যাণ সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অমিত শাহের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সাক্ষাতের সময় তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মা দুর্গার একটি ঐতিহ্যবাহী ডোকরা মূর্তি উপহার দেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে অমিত শাহকে সময়, দিকনির্দেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের প্রতি অব্যাহত সমর্থনের জন্য ধন্যবাদও জানান।

প্রসঙ্গত, দু'দিনের বার্ষিক সন্ত্রাসবিরোধী সম্মেলনের প্রথম দিনের কর্মসূচিতে যোগ দিতেই এদিন দিল্লি যান শুভেন্দু অধিকারী। সেই সফরেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর এই বৈঠক হয়। প্রশাসনিক মহলের মতে, সীমান্ত নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা এবং কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের মতো বিষয়গুলিও আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে নিউ গড়িয়া-সেক্টর ফাইভ মেট্রো দ্রুত চালু তোরজোড় থেকে শুরু করে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেল পরিষেবা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গে কাটমানি রুখতে রেলমন্ত্রীকে বৈধ জিনিসের পরিবহণের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নেওয়া হয়েছে। কাটমানি রুখতে তা সড়কপথের পরিবর্তে রেলে নিয়ে আসার জন্য আবেদন করেছি।

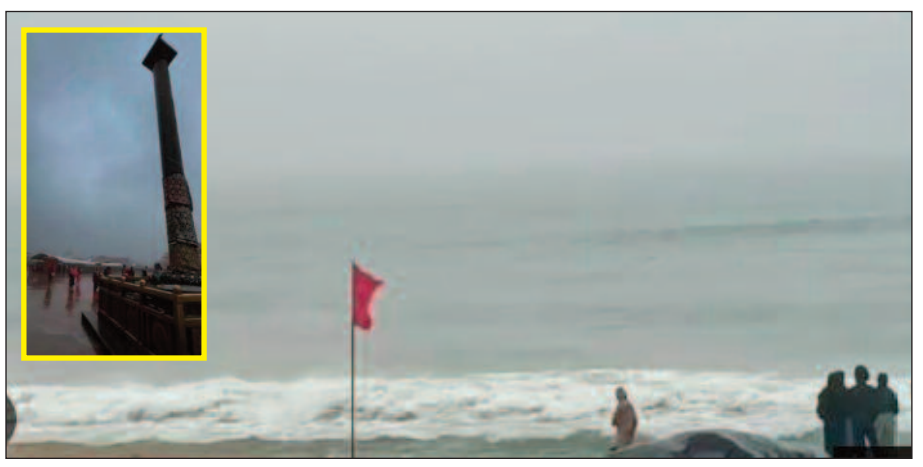
উত্তরবঙ্গে বৈধ পণ্য পরিবহণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের কথা জানিয়েছেন তিনি। পরিবহনের পথে টোলের নামে কাটমানি বা অবৈধ আদায় বন্ধ করতে রেলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়ানোর আবেদনও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু বলেন, 'সিন্ডিকেট, কাটমানি নিয়ে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছি। উত্তরবঙ্গে থেকে যে সমস্ত বৈধ জিনিসপত্র রয়েছে, তা রোডের পরিবর্তে রেলে যাতে আনতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং অতিরিক্ত রেক চাইলে দিতে হবে।' শুভেন্দু জানান, তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে রেলমন্ত্রী নন্দীগ্রামের একাংশে অবিলম্বে রেল পরিষেবা চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভিজছে বঙ্গ, এস্ত কলিঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় 'আকভান' ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে এখন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ভারতীয় মৌসম ভবন (আইএমডি) জানায়, এই 'আকভান' ঘূর্ণিঝড়টি বর্তমানে ওডিশার গোপালপুর থেকে প্রায় ৫৩০ কিলোমিটার এবং পুরী থেকে ৫৯০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছে। পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশের নারসাপুর ও কলিঙ্গপত্তনম থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪৪০ কিলোমিটার। প্রতি ঘণ্টায় ১২ কিলোমিটার বেগে উত্তর দিকে এগোচ্ছে এই ঝড়। এই বিষয়ে আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, আকভান স্থলভাগে প্রবেশ করার সময় এই ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার, পাশাপাশি ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত দমকা হাওয়া বইতে পারে।

এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ইতিমধ্যেই ওডিশার পুরী-সহ উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যেই ওডিশা প্রশাসন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি জানান, 'আমরা শূন্য প্রাণহানির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি।' ইতিমধ্যে উপকূলবর্তী ও নিচু এলাকা থেকে ৭২ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গঞ্জাম, গজপতি ও কন্ধমাল-সহ ১১টি জেলায় অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি থাকায় আগামী তিন দিন স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওডিশা সরকার। অন্যদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম ও বিজয়নগরম-সহ তিনটি জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পূর্ব উপকূলীয় রেলের বেশ কিছু ট্রেনের সময়সূচি বদল করা হয়েছে।

রাজ্যের ক্ষেত্রে আলিপুর হাওয়া অফিস স্পষ্ট জানিয়েছে , ঘূর্ণিঝড় 'আকভান' সরাসরি পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়বে না। তবে এর পরোক্ষ প্রভাবে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা ও হাওড়া-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে বিক্ষিপ্ত ও ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের প্রধান ড. হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানান, 'শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আবহাওয়ার পরিস্থিতি আরও প্রতিকূল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।' ঘূর্ণিঝড়ের জন্য উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর অত্যন্ত উত্তাল হয়ে উঠেছে। এর প্রভাবে সমুদ্রে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। তাই মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আগামী ২১ নভেম্বর পর্যন্ত গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরে ২ নম্বর দূরবর্তী সতর্কতা সংকেত জারি করা হয়েছে। রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, সাগর ও বকখালিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। কোস্টাল থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জলপথ ও স্থলপথে মাইকিং করে মৎস্যজীবীদের সতর্ক করা হচ্ছে। এছাড়াও ঘাটে বাঁধা ট্রলার ও নৌকোগুলোকে শক্ত করে বেঁধে নিরাপদ স্থানে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সুন্দরবনের দুর্বল নদী ও সমুদ্রবাঁধগুলোর ওপর সেচ দপ্তর কড়া নজর রাখছে। বকখালি ও ফ্রেজারগঞ্জের মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলোতেও পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে, যাতে কোনো পর্যটক উত্তাল সমুদ্রে নামার ঝুঁকি না নেন। এক কথায় সরাসরি রাজ্যে 'আকভান'-এর ল্যান্ডফল না হলেও তার প্রভাবে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনাকে 'শূন্যে' আনতে চাইছে রাজ্য প্রশাসন।



পুরীর সমুদ্রতটে লাল সতর্কতা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রবল বৃষ্টিতে ভিজছে শ্রীক্ষেত্র। (ইনসেটে)

প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত 'আকভান'

প্রয়াত 'লেবুবাবু'

■ **প্রয়াত মালদহের বর্ষীয়ান রাজনীতিক তথা এবিএ গনি খান চৌধুরীর ভাই আবু নাসের খান চৌধুরী। মালদহের সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের দু'বারের প্রাক্তন বিধায়ক 'লেবুবাবু' নামেই রাজনীতিতে সমধিক পরিচিত ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে নিউটাউনের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৯২।**

-বিস্তারিত জেলার পাতা

দায়ের জিরো এফআইআর, যৌন-প্যাঁচে ব্রাত্য-ইন্দ্রনীল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রাক্তন দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার বাগুইআটি থানায় দায়ের করা হল জিরো এফআইআর। শুধু এই দুই প্রাক্তন মন্ত্রী নন, তার সঙ্গে রাজ্য সরকারের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ জমা করা হয়। নারী পাচার, জোর করে যৌন ব্যবসায় নামানো, মহিলা কর্মীদের উপর যৌন নির্যাতন এবং আর্থিক দুর্নীতির মতো একাধিক অভিযোগ তোলেন বাগুইআটির বাসিন্দা সমাজসেবী রাজীব সরকার নামে এক ব্যক্তি। তাঁর এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে চর্চা শুরু হল রাজ্যের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা নিয়ে। যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, এই অভিযোগপত্রে রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, নন্দন এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মতো একাধিক সরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ আছে। এই বিষয়ে অভিযোগকারীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঘিরে একটি অসাধু চক্র কাজ করছে। সেই চক্রের মাধ্যমে মহিলাদের পাচার, তাঁদের জোর করে যৌন ব্যবসায় যুক্ত করা এবং তোলাবাজির মতো কাজ চলত বলে অভিযোগ করেন রাজীব।

এছাড়াও চুক্তিভিত্তিক মহিলা কর্মীদের উপর নির্যাতন করার অভিযোগও সামনে আনেন রাজীব সরকার। তাঁর দাবি, চাকরি এবং মাসিক বেতন বজায় রাখাতে কয়েকজন মহিলা কর্মীকে মানসিক ও যৌন হেনস্থার মুখে পড়তে বাধ্য করা হত। এই সব অভিযোগের সমর্থনে কয়েকটি তথ্য ও বক্তব্যের উল্লেখও করেন তিনি। তার মধ্যে আছে প্রসিদ্ধ সংগীত শিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া একটি প্রকাশ্য সাক্ষাৎকার, যেখানে শিল্পী সরাসরি প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে এই সংক্রান্ত অভিযোগ এনেছিলেন। পাশাপাশি ব্রাত্য বসুর প্রাক্তন ব্যক্তিগত সহকারী পৃথ্বীশের দেওয়া বক্তব্যকেও প্রমাণ হিসাবে অভিযোগকারী এই এফআইআরে তুলে ধরেন। টোন অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার দাবি জানান রাজীব সরকার। পাশাপাশি, যাঁরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আর্জিও জানান তিনি। এছাড়াও সাক্ষীদের সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির নথিপত্র এবং সিসিটিভি ফুটেজ দ্রুত সংরক্ষণের দাবিও জানান তিনি।

মেডিক্যালে তাণ্ডবে যুক্ত 'মানসিক মাওবাদী'রাই

তদন্ত কমিটি গড়ে কড়া বার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে আট ইন্টার্নের শো-কজ প্রত্যাহার করার দাবিতে শুরু হওয়া বিক্ষোভ বুধবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনার চেহারা নেয়। কলেজের অধ্যক্ষের দপ্তর ভাঙচুর করা, শিক্ষকদের হেনস্থা করা এবং তাঁদের মারধর করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সরব হলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত্ত মুখোপাধ্যায়। এই ঘটনার পিছনে যুক্তদের অতিবাম ও নকশালপন্থী 'মানসিক মাওবাদী' বলেই কটাক্ষ করেন মন্ত্রী। এই রাজনৈতিক পড়ুয়ারাই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আছেন বলেও বলে অভিযোগ করেন তিনি।

শুধু তাই নয়, নির্দিষ্ট কয়েকজন বামপন্থী চিকিৎসকও আড়াল থেকে তাঁদের মদত দিচ্ছেন বলে এদিন দাবি করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। যদিও এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে তিন সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠন করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। একই সঙ্গে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন মেনে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার স্পষ্ট বার্তাও দেন মন্ত্রী। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যভবনে মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা ইন্দ্রজিৎ সাহা এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা স্বপন সোরেন। এদিনের বৈঠক শেষ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বুধবার রাতের ঘটনা নিয়ে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রী শারদত্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'গতকাল রাতে একটি তাণ্ডব চলেছে। একটি শো-কজ নোটিসকে কেন্দ্র করে ১০ থেকে ১৫ জন ছাত্র, যাঁরা মানসিক নকশালপন্থী ও মাওবাদী, তাঁরা অধ্যক্ষের অফিসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন। আমাদের কাছে পুরো সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে।'

মন্ত্রিসভার রদবদলের জল্পনায় আরও জোর

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর: বুধবার রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র বাসভবনে বৈঠক নিয়ে জোর জল্পনা। কী আলোচনা হল অমিত শাহ, নীতিন নবীনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর, তা নিয়েই চারিদিকে গুঞ্জন। এদিকে আগামী সপ্তাহেই মহিলা আসন সংরক্ষণ এবং আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করাতে পার্লামেন্টে স্পেশ্যাল সেশন হওয়ার সম্ভাবনা। সে ক্ষেত্রে সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সমর্থন নিশ্চিত করার রণকৌশল চূড়ান্ত করতে প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠক হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বুধবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এবং কার্যনির্বাহী সম্পাদক বিএল সন্তোষ। দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের বৈঠক চলে। এই বৈঠক ঘিরেই তুঙ্গে জল্পনা। মন্ত্রিসভায় রদবদল কি অবশ্যম্ভাবী, নাকি সংসদের বিশেষ অধিবেশনের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতেই কি বৈঠক, একাধিক সম্ভাবনা নিয়ে চলছে আলোচনা। প্রসঙ্গত, বুধবারই কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা অর্থাৎ কাউন্সিল অব মিনিস্টারসের বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, মন্ত্রক ভিত্তিক কাজের পারফর্মেন্সের রিপোর্ট কার্ড নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রীদের কাজের খতিয়ান দেখে, একাধিক নির্দেশও দিয়েছেন।

আগামী ২৭-২৮ নভেম্বর হরিয়ানার সুরজকুন্ডে বিজেপির কেন্দ্রীয় পদাধিকারীদের ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ হতে চলেছে। নীতিন নবীনের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সংগঠনের নেতৃত্বকে কাজ এবং আগামী লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করতেই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ফলে আগামী সপ্তাহের মধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল হবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা।

খাও-দাও-ফুর্তি নয়, সঞ্চয়ে জোর মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর: সঞ্চয়ই এদেশের সংস্কৃতির শিকড়ে অবস্থিত। 'খাও-দাও-মৌজ করো' এটা ভারতীয় সংস্কৃতি নয়। সুতরাং সকলের উচিত সঞ্চয়ে জোর দেওয়া। এমনই মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি নির্দেশ দিলেন সঞ্চয়ের জন্য সকলকে উৎসাহিত করতে।

২০১১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ৫০ কোটি মানুষ দারিদ্রমুক্ত হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন মোদী। তিনি মন্ত্রীদের সতর্ক করেছেন, তাঁরা আর্থিক শৃঙ্খলা অনুশীলন করতে ব্যর্থ হলে মানুষকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে অর্জিত এই অগ্রগতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রানুসারে এমনটাই জানা যাচ্ছে।নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক চলেছে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা।

খড়গপুরে মোদী

■ **খড়গপুর আইআইটির ৭৫ তম বর্ষ উপলক্ষে শনিবার এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। খড়গপুর আইআইটির ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, এই আইআইটির ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শনিবার সকাল দশটার মধ্যে আইআইটি ক্যাম্পাসের হেলিপ্যাডে নামবেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর আইআইটি আয়োজিত ৭৫ মিনিটের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।**

-বিস্তারিত জেলার পাতায়

থানায় আগুন, অশান্তি চলছেই

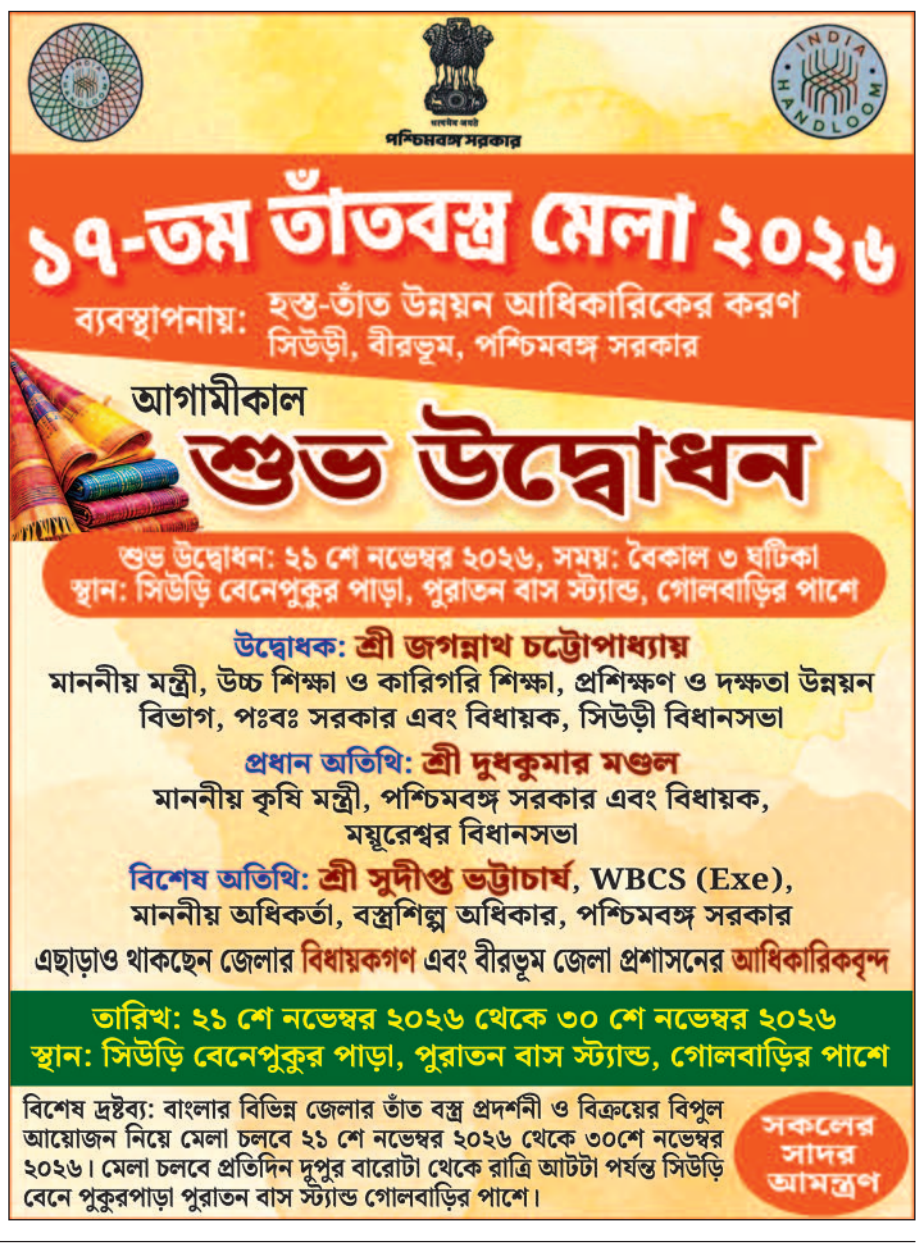
ঢাকা, ১৯ নভেম্বর: আওয়ামি লীগের কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভের জেরে বাংলাদেশে অশান্তি অব্যাহত। শেখ হাসিনার দলের একদা শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত গোপালগঞ্জ থেকেই সবচেয়ে বেশি অশান্তির খবর আসছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপালগঞ্জেরই মুকসুদপুর থানায় আগুন ধরিয়ে দেন আওয়ামি লীগের কর্মী-সমর্থকেরা। থানার ভিতরে থাকা পুলিশের গাড়ি-সহ বেশ কয়েকটি যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এর আগে মঙ্গলবার গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল।

সোমবার টুঙ্গিপাড়া-সহ গোপালগঞ্জ জেলার কিছু অঞ্চলে যে হিংসা ছড়িয়েছিল, তার রেশ বৃহস্পতিবার দেখা গিয়েছে সে দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে অন্তত ১৮টিতে। বুধবার গভীর রাতে আগুন ধরানো হয় পূর্বতন অন্তর্বর্তী সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের চট্টগ্রামের পৈতৃক ভিটেতে! বৃহস্পতিবার সকালে সেখানে বিএনপির সংসদ সদস্যের বাড়িতেও হামলার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। অন্য দিকে, গোপালগঞ্জে বিএনপি সংসদ সদস্য সেলিমুজ্জামান মোল্লার বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয় বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ।

আওয়ামি বিক্ষোভ



বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'প্রথম আলো'-র প্রতিবেদন অনুসারে, মুকসুদপুর থানায় ভাঙচুর এবং আগুন ধরানোর বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। একটি ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, আওয়ামি লীগ এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলির নেতা-কর্মীরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দিতে থানার ভিতরে ঢুকছেন। কেউ কেউ সেলফি তুলছেন। একজনকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'দে দে, জয় বাংলা করে দে...এই যে মুকসেদপুর থানা'। স্থানীয় সূত্রকে উদ্ধৃত করে 'প্রথম আলো'-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার সন্ধ্যার পর থেকেই মুকসুদপুর থানায় কোনও পুলিশকর্মী ছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা নাগাদ (বাংলাদেশের স্থানীয় সময় অনুযায়ী) আওয়ামি লীগের কর্মী-সমর্থকেরা লাঠিসোঁটা নিয়ে থানার ভিতরে ঢুকে ভাঙচুর করেন। তার পর থানার প্রতিটি তলায় আগুন ধরিয়ে দেন তাঁরা।



শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

Notice is hereby given by me, **I, CHHANDA CHAKRABORTY**, W/o Hiranmoy Chakraborty, residing at 3/2B/3, Sapgachi Second Lane, P.S.- Tiljala, Kolkata- 700039, have changed my name from **CHHANDA CHAKRABARTY to CHHANDA CHAKRABORTY**, by virtue of an Affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide **Affidavit No. 109217 on 13/11/2026, CHHANDA CHAKRABARTY** and **CHHANDA CHAKRABORTY** is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

Notice is hereby given by me, **I, HIRANMOY CHAKRABORTY**, S/o Late Narendra Kumar Chakraborty, residing at 3/2B/3, Sapgachi Second Lane, P.S.- Tiljala, Kolkata- 700039, have changed my name from **HIRANMOY CHAKRAVORTY, HIRONMOY CHAKRABORTY to HIRANMOY CHAKRABORTY**, by virtue of an Affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide **Affidavit No. 109218** on **13/11/2026, HIRANMOY CHAKRAVORTY, HIRONMOY CHAKRABORTY and HIRANMOY CHAKRABORTY**, is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Naman Chandak S/O Suresh Chandak residing at 13, Kyd Street, dayabati mansion, 7th Floor, Opposite MLA Hostel, Kolkata - 700016 do hereby declare vide affidavit no. 1390 dated 25.03.2026 in the Court of the Judicial Magistrate 1st Class at Calcutta that my my name has been recorded as Naman Chandak in all the educational certificates and other relevant government documents like Aadhar, PAN, Voter Card and driving licence. By the virtue of this affidavit, I change my name from Naman Chandak to Amman Chandak for the reason of astrological purposes and henceforth from now onwards I will be known as Amman Chandak for all future purposes.

নাম-পদবী

আমি, কৈলাশ মণ্ডল, পিতা- সাধুচরণ মণ্ডল, গ্রাম-শিবপুর, পোস্ট-জাহিদপুর, থানা- লোকপুর, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা। আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে ভুলবশত 'অভিমন্যু মণ্ডল' নামটি নথিভুক্ত হয়েছে। তার সঠিক নাম 'অভিজিৎ মণ্ডল'। ১৩/০২/২৬ তারিখে দুবরাজপুর আদালতের প্রথম বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে এফিডেভিট বলে, 'Abhijit Mandal' ও 'Abhimunnu Mandal' পিতা-কৈলাশ মণ্ডল, একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগত করা যাচ্ছে যে আমার মক্কেল শ্রী অজিত কুমার সাঁতরা, সাং-ঘোড়াধরা, পোস্ট, থানা এবং জেলা ঝাড়গ্রাম নিম্নোক্ত বাস্তু এবং জমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যাহার বিশদ বিবরণ আপনাদের অবগতির জন্য নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হইল। জেলা-ঝাড়গ্রাম, থানা- ঝাড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত নেদাবহড়া অন্তর্গত-
ক) দাগ নং ৩৫/৭৫ পরিমাণ ৩৩ ডেঃ, সাবেক খতিয়ান নং- ৭১ হাল খতিয়ান নং ১৯৯ রায়ত ঁবাসুদেব ভট্টাচার্য ওয়ারীশ শ্রী তপন ভট্টাচার্য।
খ) দাগ নং ৩৫/৭৬ পরিমাণ ৪৬ ডেঃ, সাবেক খতিয়ান নং ১২৩ হাল খতিয়ান নং ২০২ রায়ত ঁ সুভাষ চন্দ্র ভট্টাচার্য ওয়ারীশ শম্পা চক্রবর্তী উপরোক্ত দুটি দাগের বর্তমান রায়ত শ্রী গোপাল পট্টনায়েক পিতা হরেন্দ্রনাথ পট্টনায়েক, তিনি ১) ADSR ঝাড়গ্রাম অফিসে ৩৫/৭৫ দাগে ৩৩ডেঃ সম্পত্তি ইং ০২/০৪/২০২৬ তারিখে ৭৩৯/২৬ নং দলিল মূলে এবং ২) A.R.A কলিকাতা অফিসে ৪৬ ডেঃ সম্পত্তি ইং ০৬/০৪/২০২৬ তারিখে ৩৩৪৬/২৬ নং রেজিস্ট্রি কোবলা মূলে ক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তি শ্রী গোপাল চন্দ্র পট্টনায়েক আমার মক্কেল শ্রী অজিত কুমার সাঁতরা মহাশয়কে আইনানুগ ভাবে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। ইহাতে কাহারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে আমার মক্কেল শ্রী অজিত কুমার সাঁতরা পিতা- চিত্তরঞ্জন সাঁতরা সাঃ -ঘোড়াধরা, থানা-পোস্ট-জেলা ঝাড়গ্রাম এর ঠিকানায় জানাইবেন। মোবাইল নং ৮৭৯৭৫০৪০৩১
অন্যথায় পরবর্তী সময়ে আপত্তি করিলে তাহা আইনত অগ্রাহ্য হইবে।
তারিখ- ১৯.১১.২৬

স্বাক্ষর
জয়ন্ত রায়
এ্যাডভোকেট,
জেলা জজেস কোর্ট, ঝাড়গ্রাম

বিজ্ঞপ্তি

আমি **নবকুমার হালদার** পিতা-মৃত নারায়ণ চন্দ্র হালদার সাং কুপার্স ২ নং ওয়ার্ড রানাঘাট নদীয়া আমার এল আর খতিয়ান ১৬১০ এল আর দাগ ২৬৩৭ পরিমান-০.০৩০০এঃ জমির ওপরে আমি বাড়ি নির্মাণ করিয়া বসবাস করছি। উক্ত খতিয়ানের মন্তব্যের কলমে বেআইনি দং বিমল হালদার পিতা-মৃত যতীশ চন্দ্র হালদার এর নাম নথিভুক্ত হয়ে আছে উক্ত এল আর ১৬১০ নং খতিয়ানে বেআইনি দং করতঃ করিবার জন্য আবেদন করা হয়েছে ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে রানাঘাট -২ বি এল অ্যান্ড এল আর ও অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 15 দিনের মধ্যে এসে যোগাযোগ করুন।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 21/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12695 নং এফিডেভিট বলে আমি Ahammed Ali Sekh S/o. Sekh Bellal Hossain ও Sk. Ahamod Ali S/o. Sk. Ballal Hossan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/11/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 19008 নং এফিডেভিট বলে আমি Premlata Das Joseph W/o. Ujjwal Kumar Das, Premlata Joseph D/o. Dora Raj Joseph ও Premlata Das W/o. U Das, সাকিম ১৬৭/৭, মানিকতলা, মাখলা, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৪৫, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26612 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sultana Khatun, W/o. Sk Raja & D/o. Golam Rabbani, R/o. Vill & P.O. Bhitasin, P.S. Pandua, Dist. Hooghly, Pin 712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Mousumi Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 005167, dated 19.10.2011) কন্যার মাতার সঠিক নাম Sultana Khatun-এর পরিবর্তে Sultana Begam লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Sultana Khatun লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/ কন্যার মাতা Sultana Khatun ও Sultana Begam W/o. Sk Raja & D/o. Golam Rabbani সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 07/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26322 নং এফিডেভিড বলে আমি, Harendra Yadav, S/o. Ganga Sagar Yadav, presently R/o. Hajrapara, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সঠিক নাম Harendra Yadav, S/o. Ganga Sagar Yadav-এর পরিবর্তে আমার আধার কার্ডে ও প্যান কার্ডে আমার নাম Jai Kishan Yadav S/o. Ganga Bishnu Yadav, ও ভোটার কার্ডে Jaykishan Yadav S/o. Gangabishnu Yadav লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Harendra Yadav, S/o. Ganga Sagar Yadav লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Harendra Yadav, S/o. Ganga Sagar Yadav, Jai Kishan Yadav S/o. Ganga Bishnu Yadav ও Jaykishan Yadav S/o. Gangabishnu Yadav, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 19/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26941 নং এফিডেভিড বলে আমি, Manirul Islam Sekh, S/o. Lt. Sirajul Islam, R/o. Nitkar, Danrpur, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B-2021; 19-02977-000023, dated 06.08.2021) পুত্রের সঠিক নাম Sk Imtiaj Hossain-এর পরিবর্তে Sk Imtiaz লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পুত্রের সঠিক নাম Sk Imtiaj Hossain লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার পুত্র Sk Imtiaj Hossain ও Sk Imtiaz, S/o. Manirul Islam Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।



PUBLIC NOTICE

I, SHRI ALOK KUMAR MUKHOPADHYAY, son of Late Mohini Mohan Mukhopadhyay, residing at 5/A, Friends Row, Santoshpur, Kolkata – 700075, hereby declare that "Alok Kumar Mukhopadhyay" and "Alok Kumar Mukherjee" refer to one and the same person. Mrs. Sudakshina Mukherjee is my biological daughter. This declaration is supported by my affidavit sworn before the Learned 1st Class Judicial Magistrate, Alipore, Kolkata, dated 12/11/2026.
Date: 19 Nov 2026·
Place: Kolkata

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **আসাদুল্লা মল্লিক**, পিতা আম্বিয়া মল্লিক, সাকিম শিকারপুর, বাঘনাপাড়া, কালনা, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩৫০২, মহাশয় বিগত ইং ০৯/১০/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **IV-00112/2021** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**আম্বিয়া মল্লিক**, পিতা শোভান মল্লিক, সাকিম শিকারপুর, বাঘনাপাড়া, কালনা, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩৫০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি, **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা কুলিপুকুর, জে.এল. নং ১০৩, হাল এল.আর. ৭৫২ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৯৮৭ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪১ শতকের মধ্যে ০.৮৭৯১ অংশে ৩৬ শতক তন্মধ্যে ০.০২৪৪ অংশে **০১ শতক** সম্পত্তি বিগত ইং ২৭/০৪/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-01950/2023** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সীমা খাতুন**, স্বামী মোকসেদ আলি, পিতা আব্দুর রাজ্জাক, সাকিম কুলিপুকুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি এবং বর্তমান ক্রেতা **সীমা খাতুন**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **পান্ডুয়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- আম্বিয়া মল্লিক, আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

In the Learned 3rd Court of The Additional District Judge Paschim Medinipur
J. Misc Case No. 54/2026

১. শ্রী শুভেন্দু শেখর পলমল ২. শ্রীমতী সুতপা পলমল ...দরখাস্তকারীগন
= বনাম =
১. শ্রী প্রদীপ প্রধান, ২. শ্রীমতী সীমা প্রধান ... প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারীগন অর্থাৎ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতোয়ালী থানা, মেদিনীপুর পোষ্ট অফিসের অধীন ধর্মা মেন রোডের স্থায়ী বাসিন্দা (১) শ্রী শুভেন্দু শেখর পলমল, পিতা- ক্ষুদিরাম পলমল এবং (২) শ্রীমতী সুতপা পলমল, স্বামী-শ্রী শুভেন্দু শেখর পলমল, উভয়ে প্রতিপক্ষগন অর্থাৎ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর (লোকাল) থানার অধীন শ্যামরাইপুর পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত লিলুয়া কোলাগ্রাম নিবাসী (১) শ্রী প্রদীপ প্রধান, পিতা- নন্দলাল প্রধান এবং (২) শ্রীমতী সীমা প্রধান, স্বামী- শ্রী প্রদীপ প্রধানের কন্যা "রাধিকা" কে দত্তক লইবার জন্য অত্র J. Misc Case No. 54/2026 মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের (একমাসের) মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা আইনানুগ কার্য্য করা হইবে। অত্র মোকর্দ্দমার দিন আগামী 04/01/2027 তারিখ ধার্য্য রহিয়াছে।

আদেশানুসারে
Subrata Sen
সেরেস্তাদার
পশ্চিম মেদিনীপুর তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত





শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ-৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**
নদিয়া
টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**
রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**
অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**
পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুবজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**
শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।



বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

'থ্রেট কালচার' বন্ধে নবান্নের কড়া পদক্ষেপ!

এক ধাক্কায় বদলি তৃণমূলের ১০ কর্মচারী-নেতা, শহর থেকে ঠাঁই উত্তরবঙ্গ-জঙ্গলমহলে

অনিন্দিতা সিনহা

সরকার বদলের পর প্রশাসনিক স্তরে এবার করা হল বড়সড় রদবদল। সরকারি দপ্তরে প্রভাব খাটানো ও হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত তৃণমূল সমর্থিত সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের ১০ নেতাকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বদলি করল নবান্ন। বুধবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। সরকার বদলের পর প্রশাসনিক স্তরে শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া কি আরও গতি পেল? নবান্নের সাম্প্রতিক বদলির নির্দেশ ঘিরে উঠছে সেই প্রশ্নই। বিগত সরকারের আমলে সরকারি দপ্তরের অন্দরে প্রভাব বিস্তার, কর্মচারীদের হুমকি এবং স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে বারবার বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তৃণমূল সমর্থিত সরকারি কর্মচারী সংগঠনের একাধিক নেতা। এবার তাঁদের মধ্যে ১০ জনকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বদলি করা হল। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সরকারি দপ্তরে 'থ্রেট কালচার' ভাঙতেই এই পদক্ষেপ।

তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনের শেষ পাঁচবছরে সরকারি কর্মচারী সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইয়া এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক। নতুন সরকার গঠনের পরই প্রতাপ নায়েককে নবান্ন থেকে সরিয়ে দার্জিলিঙের বিজনবাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। এবার সেই বদলির তালিকায় যুক্ত হলেন সংগঠনের আরও ১০ প্রভাবশালী নেতা।

তালিকায় রয়েছেন ফেডারেশনের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য রণবীর দত্ত। নবান্নের অর্থ দপ্তর থেকে তাঁকে পাঠানো হয়েছে বাঁকুড়া ট্রেজারি অফিসে। প্রাণিসম্পদ শাখার রাজ্য সভাপতি চন্দ্রনাথ রায়কে সচিবালয় থেকে সরিয়ে কালিম্পংয়ের গরুবাথান ব্লকে বদলি করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে কর্মীদের অনৈতিক বদলি এবং সভা করে দূরবর্তী এলাকায় পাঠানোর হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ছিল। অন্যদিকে, খাদ্যভবনে ফেডারেশনের অফিসে নীলয় চক্রবর্তীর নাচের ভাইরাল ভিডিও ঘিরেও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তাঁকে সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর থেকে গোসাবা ব্লকের বিডিও অফিসে পাঠানো হয়েছে। ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়কে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে দার্জিলিঙের জিটিএ সচিবালয়ে বদলি করা হয়েছে। রাধানাথ রায়চৌধুরী গিয়েছেন কোচবিহারের তিস্তা ব্যারেজ কনস্ট্রাকশন ডিভিশনে। এছাড়াও পার্থসারথি দত্তকে পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মাহাতো গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, কুশল মজুমদারকে ঝাড়গ্রাম জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে, অর্ঘ্য দাসকে আসানসোলের কল্যাণপুরে বয়লার ডিরেক্টরেটে, জিৎ ভৌমিককে রায়গঞ্জ ট্রেজারি এবং অতনু দাসকে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে পাঠানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ফেডারেশনের প্রবীণ নেতা মনোজ চক্রবর্তী। তাঁর অভিযোগ, বিগত পাঁচবছরে সরকারি অফিসগুলিতে হুমকি, ভয় দেখানো এবং তোলাবাজির অভিযোগে কর্মচারীরা কার্যত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তবে একইসঙ্গে তাঁর সতর্কবার্তা, বদলির সিদ্ধান্ত যেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হাতিয়ার না হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে, ১০ নেতার এই একযোগে বদলি প্রশাসনিক মহলে নতুন বার্তা দিচ্ছে। তবে প্রশ্ন একটাই, এই রদবদল কি সরকারি দপ্তরে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত কর্মপরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারবে, নাকি বদলির তালিকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে প্রশাসনিক শুদ্ধিকরণ?

ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর জেরে বিপর্যস্ত রেল পরিষেবা

বাতিল একাধিক ট্রেন, পিছিয়ে গেল ফলকনুমা ও ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়িয়ে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে রেললাইনে জল জমা বা গাছ ভেঙে পড়ে যেকোনো বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিল দক্ষিণ উপকূল রেলওয়ে (সাউথ কোস্ট রেলওয়ে)। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং দু'দিনের জন্য বাতিল করা হয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেঞ্জার এক্সপ্রেস।

বৃহস্পতিবার রেল কর্তৃপক্ষর দেওয়া এক বিবৃতিতে জানান হয়, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য প্রভাবের কারণে যাত্রী নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এই ট্রেনগুলোর সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ ও বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।



সময় বদল হওয়া ট্রেনগুলোর তালিকা (১৯ নভেম্বর)

বৃহস্পতিবার যে তিনটি দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার নতুন সময়সূচি হল— চার্লাপল্লি-শালিমার ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস (১৮০৪৬) ট্রেনটির নির্ধারিত ছাড়ার সময় ছিল সকাল ৮টা ৪০ মিনিট। কিন্তু পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, এটি ৭ ঘণ্টা দেরিতে বিকেল ৩টে ৪০ মিনিটে যাত্রা শুরু করবে।

সেকেন্দ্রাবাদ-হাওড়া ফলকনুমা এক্সপ্রেস (১২৭০৪) বিকেল ৩টে ৫৫ মিনিটের পরিবর্তে ট্রেনটি ২ ঘণ্টা পিছিয়ে বিকেল ৫টা ৫৫ মিনিটে ছাড়বে।

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-মুজফ্ফরপুর এক্সপ্রেস (১৫২২৭) রাত ১২টা ৩০ মিনিটের বদলে ট্রেনটি ৮ ঘণ্টা দেরিতে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে যাত্রা শুরু করবে।

বাতিল হওয়া ট্রেন—

সময়সূচি বদলের পাশাপাশি বিশাখাপত্তনম-কিরাণ্ডুল রুটে ট্রেন চলাচল দু'দিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে রেলের ঘোষণা অনুযায়ী, ১৮৫১৫ বিশাখ পত্তনম-কিরাণ্ডুল এক্সপ্রেস এবং ১৮৫১৬ কিরাণ্ডুল-বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস; এই দুটি ট্রেন ১৯ ও ২০ নভেম্বর সম্পূর্ণ বাতিল থাকবে। এই ট্রেনগুলোতে যাঁদের টিকিট কাটা রয়েছে, তাঁদের বিকল্প পথে যাতায়াতের পরামর্শ দিচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ।



জগদ্দলের সুন্দিয়া হাইস্কুল মাঠের আমরা কজন পূজা কমিটি এবছর জগদ্ধাত্রী পুজোয় ৩১তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবছরের ভাবনা হিমের পরশে বরফের দেশে। এছাড়াও এই সংগঠন সারা বছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড যেমন থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যার্থে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকে।

শিক্ষার পরিসর বাড়াতে বড় পদক্ষেপ বিজেপি সরকারের, ২০২৭ থেকে আরও ৩১৯৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি

দেবাশিস দে

কলকাতা: রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও সুসংহত এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষার সুযোগকে সহজলভ্য করে তুলতে বড় পদক্ষেপ করল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। আগামী ২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকেই পশ্চিমবঙ্গের আরও ৩১৯৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হতে চলেছে পঞ্চম শ্রেণি। বিকাশ ভবনের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষা শাখা থেকে জারি করা এক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। সরকারের এই জনমুখী পদক্ষেপে প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি আরও বিস্তৃত হওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের হাজার হাজার পড়ুয়া নিজেদের পরিচিত বিদ্যালয়েই পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ পাবে।

শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতদিন রাজ্যের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা থাকায় পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তির জন্য পড়ুয়াদের অন্য বিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হতে হত। নতুন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সেই দীর্ঘদিনের সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষার সুযোগ আরও সহজলভ্য হবে। চতুর্থ শ্রেণির পর হঠাৎ বিদ্যালয় পরিবর্তনের মানসিক চাপ ও ভোগান্তি কমার পাশাপাশি মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার বা স্কুলছুটের প্রবণতা রোধেও এই উদ্যোগ অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে বলে মনে করছে শিক্ষামহল।

শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত সম্প্রসারণ এবং প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই নতুন ৩১৯৯টি বিদ্যালয়কে পঞ্চম শ্রেণির ব্যবস্থার আওতায় আনার ফলে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো আরও মজুত ও বিস্তৃত হবে। সরকারের মূল লক্ষ্য হল,



প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার সুযোগকে আরও সর্বজনীন ও সুসংহত করা, যাতে কোনো শিশুই প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। সদ্য জারি হওয়া ৪৯৭ নম্বর বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, কলকাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ এবং শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিহ্নিত বিদ্যালয়গুলিতে নতুন শ্রেণি সুষ্ঠুভাবে চালুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত প্রস্তুতি সম্পন্ন করার দায়িত্বও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে। সরকারি এই বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেছেন রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব চন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

তবে শিক্ষাব্যবস্থায় এই সম্প্রসারণের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার উপর। সেই সঙ্গে শহরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়গুলিতেও যাতে সমানভাবে এই সুযোগ এবং পরিকাঠামো পৌঁছে যায়, তা নিশ্চিত করা জরুরি।

সব মিলিয়ে, ২০২৭

একদিন
আমার শহর
৩
কলকাতা ২০ নভেম্বর ২০২৬, ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ শুক্রবার

দেশে ফিরেই হাইকোর্টে টুলু মণ্ডল

লুকআউট সার্কুলার ঘিরে নতুন আইনি লড়াই শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে দুবাই থেকে দেশে ফিরেছেন বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডল। তবে দেশে ফেরার পরই নতুন আইনি জটিলতার মুখে পড়লেন তিনি। নিজের বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার জারির বিষয়টি জানতে পেরে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন টুলু। তাঁর আবেদন, কোনও পদক্ষেপ করার আগে যেন তাঁর বক্তব্য শোনে পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাই জরুরি ভিত্তিতে মামলাটি শোনার আর্জি জানানো হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে। এই বিষয়ে টুলুর আইনজীবী কিশোর দত্ত আদালতকে জানান, সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে তিন সপ্তাহের জন্য রক্ষাকবচ দিয়েছে। একই সঙ্গে ১৭ নভেম্বরের মধ্যে দেশে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনেই গত সোমবার তিনি ভারতে ফিরেছেন। এইক্ষেত্রে আইনজীবীর বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার জারি করা হয়েছে বলে জানতে পারেন তার মক্কেল। তাই পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তাঁর মক্কেলের বক্তব্য শোনার আবেদন জানানো হচ্ছে। এদিন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও



এই মামলা দায়েরের অনুমতি দেন। আজ শুক্রবার এই মামলায় টুলু মণ্ডলের আবেদনের শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলেই আদালত সূত্রে খবর। তবে এর আগে নিজের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরকে বাতিল করা এবং নিম্ন আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা খারিজ করার আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে গেলেন টুলু। কিন্তু পুলিশ আদালতে জানায়, তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ আছে। এদিন পুলিশের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য সেই আবেদন খারিজ করে দেন। এরপর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন টুলু।

গত ৪ নভেম্বর বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি শীল নাগুর বেঞ্চ তাঁকে ১৭ নভেম্বরের মধ্যে দেশে ফেরার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও জোর করে পদক্ষেপ না করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও টুলু মণ্ডলকে ঘিরে তদন্তে এর আগে বিপুল সম্পত্তির সন্ধান পাওয়ার দাবি করে পুলিশ। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৫০ কোটি টাকার বেশি নগদ এবং ১৫ কেজিরও বেশি সোনার বাট উদ্ধারের কথা জানানো হয়। এইক্ষেত্রে পুলিশের দাবি, ওই তল্লাশির আগেই ২৩ মে তিনি দুবাই চলে যান। এবার দেশে ফিরে নতুন করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ায় টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে চলা তদন্তের পরবর্তী গতিপথ কোন দিকে যায়, সেদিকেই নজর রাখছে আইনজীবী মহল।

সুমিত রায়ের চারটি এফআইআরের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের আইনি জটিলতা বৃহস্পতিবার আরও বাড়ল। শালবনির জমি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া আরও চারটি এফআইআর করা হয়। আর সেই এফআইআর থেকে হওয়া সম্ভাব্য গ্রেপ্তারি এড়াতে এদিন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। তবে সেই আবেদনে আপাতত কোনও সুরাহা পেলেন না সুমিত। চারটি মামলাতেই তার অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ করে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ দিয়ে জানান, সুমিত রায় ইতিমধ্যেই একটি মামলায় পুলিশি হেপাজতে আছেন। তাই অন্য মামলাগুলিতে এখনই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তাই নিয়েই প্রশ্ন তুলে বিচারপতি বলেন, আগেই সুমিত রায় হেপাজতে রয়েছেন। অন্য মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ কি প্রয়োজন? যদিও এদিন সুমিতের আইনজীবী গোপাল শঙ্কর নারায়ণ ও অয়ন ভট্টাচার্য আদালতে জানান, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি এফআইআর করা হয়েছে। শালবনির জমি দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তারির পর



বাকি চারটি মামলাতেও তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, শালবনির মামলায় জামিন পেলেও অন্য মামলায় ফের তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। সেই কারণেই বাকি চারটি এফআইআরে পুলিশ যাতে কোনও কঠোর পদক্ষেপ না করে, তাই রক্ষা কবচের জন্য আবেদন করা হয়েছে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের হয়ে সওয়াল করেন অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার। তিনি এই রক্ষাকবচের আবেদনের বিরোধিতা করে জানান, একই ধরনের আবেদন তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের ক্ষেত্রেও আদালত গ্রহণ করেনি। তাঁর বক্তব্য, সুমিত চাইলে সংশ্লিষ্ট মামলাগুলিতে জামিনের আবেদন করতে পারেন। এই দিনের শুনানিতে সুমিতের আইনজীবী আরও দাবি করেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া কয়েকটি অভিযোগ সাত থেকে দশ বছরের পুরনো। এতদিন পর নতুন করে এফআইআর দায়েরের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। যদিও এদিনের শুনানি শেষে শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি। তবে, মামলার পরবর্তী শুনানির পথ খোলা রাখল আদালত। এই প্রসঙ্গে রাজ্যকে তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক। তার পরের এক সপ্তাহের মধ্যে সুমিত রায়ও নিজের বক্তব্য জানিয়ে হলফনামা জমা দিতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি জানান, প্রয়োজন মনে করলে তিনি উপযুক্ত আদালত বা বেঞ্চে নতুন করে আবেদন জানাতে পারেন।

উল্লেখ্য, গত ১০ সেপ্টেম্বর সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। ওই দিনই শালবনির জমি দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপরে গড়বেতা, কালীতলা আশুতি, শালবনির আরও একটি মামলা এবং ডায়মন্ড হারবার থানার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ফলে একের পর এক মামলায় আইনি লড়াই চালাতে হচ্ছে অভিষেকের এই ঘনিষ্ঠ আপ্ত সহায়ককে।

অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে অগ্নিনিরাপত্তায় ত্রুটি, এনওসি দিল না দমকল



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল। বৃহস্পতিবার সেখানে পরিদর্শনে গিয়ে একাধিক ত্রুটি খুঁজে পান দমকলের আধিকারিকেরা। সেই ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য কার্যালয়ের পক্ষ থেকে দমকল বিভাগের কাছে সময় চাওয়া হয়। তবে সমস্ত অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ছাড়পত্র বা এনওসি দেবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন উপস্থিত দমকল আধিকারিকেরা। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা নাগাদ শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ এবং দমকলের একটি বিশেষ দল ক্যামাক স্ট্রিটের ওই ভবনে পৌঁছয়। তাঁরা ভবনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও সামগ্রিক নিরাপত্তা খতিয়ে দেখেন। এদিন পরিদর্শনের পর দমকলের এক আধিকারিক জানান, অগ্নিনিরাপত্তার ক্ষেত্রে বেশ কিছু ঘাটতি আছে। সেই ঘাটতিগুলি মেরামত করতে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সময় চাওয়া হয়েছে। ওই আধিকারিক আরও জানান, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে কিছু ত্রুটি ছিল। ওরা কিছুটা সময় চেয়েছে। সব কিছু ঠিক না হলে আমরা এনওসি দেব না। কত দিন সময় দেওয়া হবে, তা আদালতের নির্দেশ মেনেই ঠিক হবে। আমরা যা জানানোর, আদালতকে জানাব। তবে ক্যামাক স্ট্রিটের ওই ভবনের যে তলায় অভিষেকের দপ্তর আছে, সেখানে যথেষ্ট অগ্নিনিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই বলে আগেই অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর খালি করার নির্দেশ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভবনমালিকের পক্ষ থেকেও সাংসদকে তার কার্যালয় সরিয়ে নেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল বলেই সূত্রের খবর।

এর আগে দমকলের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে তৃণমূল। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে শুনানির সময় আদালত জানায়, দমকল ফের পরিদর্শন করতে চাইলে আগাম নোটিস দিতে হবে। সেই নোটিসে পরিদর্শনের দিন ও সময়ও স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে। এরপর আদালতের নির্দেশ মেনেই মঙ্গলবার পরিদর্শনের নোটিস দেয় দমকল। তার দু'দিন পর বৃহস্পতিবার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ফের ওই ভবনে পরিদর্শন করতে যান আধিকারিকেরা। এই পরিদর্শনে ফের অগ্নিনিরাপত্তার ঘাটতি ধরা পড়ায় এখন আদালতের নির্দেশ মেনে কত দিনের মধ্যে সেগুলি সংশোধন করতে হবে সেদিকেই নজর রাখছে সংশ্লিষ্ট মহল। যদিও ত্রুটি সংশোধন না করলে দমকল ছাড়পত্র দেবে না, তা এদিন স্পষ্ট করে দমকল বিভাগ জানিয়ে দেয়।

সরাসরি ফোনে পুরমন্ত্রী, নালিশ জানালেন প্রবীণরা

অভিযোগ শুনেই জরিমানা ও কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরসভার অফিসে ঘুরেও সুরাহা না পেয়ে এবার সরাসরি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছে নিজেদের যন্ত্রণার কথা শোনালেন সাধারণ মানুষ। বৃহস্পতিবার সল্টলেকে নিজের দপ্তরে বসে 'মুখোমুখি' কর্মসূচিতে টানা পৌনে দু'ঘণ্টা ফোনে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন তিনি। এদিন পঁয়ষট্টি পেরোনো প্রবীণ নাগরিকদের কাছ থেকে অধিকাংশ ফোন আসে। কোথাও বেআইনি নির্মাণ তো কোথাও পুকুর ভরাট করার ঘটনা, আবার কোথাও ফুটপাত দখল থেকে শুরু করে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার দাদাগিরি, নানা বিষয় নিয়ে নিজেদের ভোগান্তির কথা সরাসরি মন্ত্রীকে জানান তাঁরা। এইসব অভিযোগ শুনে 'নোট' করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধিকারিকদের। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার ফের জমি ফেলে রাখলে মোটা টাকার জরিমানা করার হুঁশিয়ারিও দেন অগ্নিমিত্রা। এদিন ফোন ধরেই একের পর এক করুণ ও গুরুতর অভিযোগের মুখোমুখি হন মন্ত্রী। জনৈক বিবেক জয়সওয়াল নামে এক বাসিন্দা ফোনে কান্নায় ভেঙে পড়ে মন্ত্রীকে জানান, তাঁর সমস্ত জমি দখল হয়ে যাওয়ায় তিনি আজ সর্বহারা। আবার আর এক নাগরিক নালিশ করেন, নিজের জমিতে বাড়ি তৈরি করতে গেলে স্থানীয় ক্লাব জমির ভাগ চাইছে।শুধু তাই নয়, জনৈক প্রোমোটারের বিরুদ্ধে নিজের অধিকারের ফ্ল্যাট হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ যেমন এসেছে, তেমনই এক আবাসনে তৃণমূল নেতার ছেলের বিরুদ্ধে বয়স্ক মহিলাদের মারধরের মতো গুরুতর নালিশও সরাসরি মন্ত্রীকে জানান বাসিন্দারা।

সাধারণ মানুষের এই অসহায়তার কথা শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করে অগ্নিমিত্রা বলেন, ৫০ বছর ধরে চূড়ান্ত অরাজকতা চলেছে। যে যা পেরেছে, করেছে। আর টিএমসির



ঝান্ডা আর কর্মী থাকলে তো কোনও কথাই নেই। এদিন ফোনদাতা সবাইকে তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, এই সরকারে তো আমরা এগুলো মেনে নেব না। পুলিশকে দিয়ে যথাসম্ভব ব্যবস্থা আমরা নেব এবং কেএমসিও রয়েছে।

অন্যদিকে, হাওড়ার বালি থেকে ফোন করে এক প্রবীণ নাগরিক জানান, তাঁর এলাকার ফাঁকা জমিগুলো আগাছায় ভরে জঙ্গলে পরিণত হওয়ায় মশার উপদ্রব বাড়ছে এবং ডেঙ্গি ও চিকনগুনিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এই অভিযোগ শুনেই জমির মালিকদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, আপনার যদি জমি থাকে, তা আপনাকে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। আপনি কবে ১০-২০ বছর বাদে কিছু বানাবেন, তার জন্য জমি জঙ্গল হয়ে থাকবে, ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া হবে আর লোকে কষ্ট পাবে, এটা তো হতে পারে না। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এ ভাবে জমি ফেলে রাখলে মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হবে এবং সেই টাকা সম্পত্তি করের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও রাস্তাঘাটে যাতায়াতের সমস্যার কথাও সরাসরি মন্ত্রীকে জানান প্রবীণরা। তাঁদের অভিযোগ, ফুটপাত জুড়ে অবৈধ দোকান ও রান্নার ধোঁয়ায় হাঁটাচলা করাই দায়। তার ওপর রাস্তার দু'ধারে বাইক পার্কিংয়ের জেরে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। এই নালিশ পাওয়ার পরেই কলকাতা, বিধাননগর, হাওড়া ও রাজ্য পুলিশকে রাস্তার কেবল একদিকে পার্কিং করানোর নির্দেশ দেন পুরমন্ত্রী। পাশাপাশি নাগরিকদেরও সচেতন হওয়ার আর্জি জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, মানুষ চলতে পারছে না। ফুটপাতে হাঁটতে পারাও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। এছাড়াও মিউটেশন, জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে ভোগান্তি এবং নিকাশি নালা ও জলের পাইপের ত্রুটি নিয়েও বহু মানুষ এদিন সরাসরি মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানান। সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলিতে এখন নির্বাচিত বোর্ড না থাকলেও পরিষেবায় যাতে খামতি না থাকে, তা নিশ্চিত করতে দপ্তর বদ্ধপরিকর বলে জানান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। যদিও কবে এই সব সমস্যার সমাধান হবে, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সমাধান হতে হয়তো একদিন, দু-দিন, সাত দিনও লাগতে পারে। কিছু কিছু বিষয় যেমন মিউটেশন, বার্থ সার্টিফিকেট এগুলো তো সময় লাগবে। কিন্তু ড্রেন পরিষ্কার, গাছ কাটা, এলাকা পরিষ্কার, জলাশয় দখলমুক্ত করা, এগুলো আমরা একদম দ্রুত অ্যাকশন নেব। আগামী দিনে কোন পুরসভা বা নিগমকে নিয়ে পরবর্তী 'মুখোমুখি' কর্মসূচি হবে, তা দপ্তরের ইউডিএমএ পেজ-এ জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানান মন্ত্রী।



আইএনটিইউসির পক্ষ থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির ১১০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন হল বউবাজারে।

ছবি: অদিতি সাহা

পাম অ্যাভিনিউয়ের বস্তিতে আগুন, ১৪টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবারের পর ফের বৃহস্পতিবার বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সাক্ষী থাকল কলকাতা। বৃহস্পতিবার ভোরে দক্ষিণ কলকাতার পাম অ্যাভিনিউয়ের একটি বস্তি লাগোয়া প্লাস্টিকের গোডাউনে আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়ায় ওই এলাকায়। সেখান থেকে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের বস্তির ঘরগুলিতে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় একে একে দমকলের ১৪টি ইঞ্জিন। প্রায় চার ঘণ্টার লাগাতার চেষ্টার পর আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকলকর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, ভোর ৩টে ৫০ মিনিট নাগাদ ৮/২ পাম অ্যাভিনিউয়ের ওই প্লাস্টিকের গোডাউনে প্রথম আগুন লাগার ঘটনা নজরে আসে। স্থানটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের ঘরগুলিতে। একের পর এক ঘর জ্বলতে শুরু করলে আগুনের আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও অগ্নিকাণ্ডে কয়েকটি ঘর পুড়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, আগুন লাগার পর এলাকায় পরপর কয়েকটি বিকট শব্দ শোনা যায়। শব্দগুলি সিলিন্ডার বিস্ফোরণের মতো ছিল বলে জানান তাঁরা। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে দমকল বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতির দায়িত্ব নেয় এবং বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যায়। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় বড় ধরনের প্রাণহানির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে কীভাবে আগুন লাগল, দমকল বিভাগ সেই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট মন্তব্য করেনি। প্রাথমিকভাবে প্লাস্টিকের গোডাউন থেকেই আগুনের সূত্রপাত বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও আগুন নিভে যাওয়ার পর অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলেই দমকল সূত্রের খবর।

আদালত অবমাননার নিয়ম কি শুধু বিরোধীদের জন্য?

মহুয়ার গাড়িতে হামলার প্রসঙ্গ তুলে হাইকোর্টকে প্রশ্ন অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহুয়া মৈত্রের গাড়িতে হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টের ভূমিকা নিয়ে ফের সরাসরি প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ অমান্যের অভিযোগ উঠলেও রাজ্য সরকার ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। অথচ বিরোধী নেতাদের মন্তব্যের ক্ষেত্রে দ্রুত আদালত অবমাননার প্রশ্ন উঠছে। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে এই প্রসঙ্গ তুলে অভিষেকের কটাক্ষ, আদালত অবমাননা কি কেবল বিরোধীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? সম্প্রতি মহুয়া মৈত্রের একটি পোস্ট শেয়ার করে এদিন অভিষেক লেখেন, আদালতের নির্দেশ অমান্য করার জন্য রাজ্য সরকার এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিরুদ্ধে কি হাইকোর্ট আদালত অবমাননার প্রক্রিয়া শুরু করবে, নাকি আদালত অবমাননা কেবল বিরোধীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যখন ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা এবং তাঁদের বিজেপি সঙ্গীরা বিশেষ ছাড় ভোগ করেন?

সম্প্রতি মহুয়া অভিযোগ করে নিজের সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, বিজেপির লোকজন তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারছেন। গাড়ি লক্ষ্য করে লাঠি ও ডিম ছোড়া হচ্ছে। পুলিশকে আগাম এই আশঙ্কার কথা জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে দাবি করেছেন তিনি। তাঁর আরও অভিযোগ, পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থাকলেও হামলা আটকানোর চেষ্টা করেননি। উল্টে তাঁকেই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তৃণমূল সাংসদ। তবে এদিন অভিষেকের এই আক্রমণের নেপথ্যে আছেন তাঁর নিজের শো-কজ বিতর্ক। রাজ্যের আদালতের বিচারপতিদের একাংশের রাজনৈতিক যোগ নিয়ে মন্তব্য করার অভিযোগে গত মঙ্গলবার তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠায় কলকাতা হাইকোর্ট। ওই নোটিশে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানতে চান, তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করা হবে না কেন। ১৫ দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয় তাকে। গত ৭ নভেম্বর কালীঘাটে নিজের বাড়ির সামনে অচেনা লোকজনের আনাগোনা এবং বাড়ি লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগ তুলে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন অভিষেক। সেই পোস্টে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টকে 'নীরব দর্শক' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। তার ওই মন্তব্যকে আদালত অবমাননার সামিল বলে মনে করছে হাইকোর্ট।

যদিও নোটিস পাওয়ার পর মঙ্গলবার দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে নিজের অবস্থান জানিয়ে অভিষেক বলেন, জুডিশিয়ারি যদি কনস্টিটিউশনাল অথরিটি হয়, তা হলে আমিও পাবলিক অথরিটি।

একই নম্বরে বারবার ফ্রি টিকিট বুক, অপব্যবহার রুখতে বিশেষ সফটওয়্যার এসবিএসটিসিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে নতুন সরকার তৈরি হওয়ার পর সব মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি বাসে যাতায়াতের সুবিধা চালু করা হয়েছিল। এরপর সেই মহিলা যাত্রীর একাংশের বিরুদ্ধে সেই পরিষেবার অপব্যবহার করার অভিযোগ উঠল। এইক্ষেত্রে অভিযোগ, একই মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে একই দিনে একাধিক বাসের টিকিট বুক করা হচ্ছে। অথচ নির্দিষ্ট সময়ে বাসে উঠছেন না সংশ্লিষ্ট যাত্রীরা। এই ঘটনার ফলে যার প্রকৃত টিকিট প্রয়োজন, সেই অন্য যাত্রীরা টিকিট পাচ্ছেন না। এই সমস্যার সমাধান করতে এবার বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা বা এসবিএসটিসিতে চালু করা হয়েছে এই বিশেষ সফটওয়্যার। রাজ্য পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, অনলাইনে টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অস্বাভাবিক প্রবণতা নজরে আসছে কর্তৃপক্ষের। একই মোবাইল নম্বর থেকে একই দূরপাল্লার বাসের একাধিক টিকিট কাটা হচ্ছে। এমনকী একটি বাসের পাশাপাশি পরবর্তী এক বা দু'টি বাসেও আগাম আসন বুক করে রাখা হচ্ছে। যদিও সেই যাত্রীরা শেষ পর্যন্ত কোনও বাসে না উঠলে সেই আসনগুলি ফাঁকাই থেকে যাচ্ছে। অন্য যাত্রীরা প্রয়োজন থাকলেও সেই বাসে আর টিকিট কাটতে পারছেন না।

তবে এই ধরনের ঘটনা কেন ঘটছে, তা জানতে এক মহিলা যাত্রীর সঙ্গে কথা বলেন দপ্তর কর্তৃপক্ষ। ওই যাত্রীর বক্তব্য ছিল, কোনও কারণে প্রথম বাস ধরতে না পারলে যাতে পরের বাসে যাওয়া যায়, সেই জন্যই পরপর দুই বা তিনটি বাসে তিনি টিকিট কেটে রাখছিলেন। একই সঙ্গে কয়েকজন মহিলা একসঙ্গে যাতায়াত করবেন বলেও একাধিক আসন বুক করার কথা জানতে পারেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এই প্রবণতার প্রভাব পড়ছে অন্যান্য সাধারণ যাত্রীদের উপর। এই ঘটনা প্রসঙ্গে পরিবহণ দপ্তরের দাবি, এসবিএসটিসির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা বা এনবিএসটিসিতেও এমন ঘটনা সামনে আসছে। যাঁরা সত্যিই যাতায়াত করতে চান, তাঁরা অনলাইনে টিকিট পাচ্ছেন না। অথচ বুক করা আসনগুলি শেষ পর্যন্ত খালি পড়ে থাকছে। এতে সরকারি পরিবহণ সংস্থারও আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। তাই এই সমস্যার সমাধান করতে এবার টিকিট বুকিং ব্যবস্থায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এসবিএসটিসির এক আধিকারিক জানান, বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে একই নম্বর থেকে বারবার টিকিট বুক করার পরও যাঁরা বাসে উঠছেন না, তাঁদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে বারবার ফ্রি টিকিট বুক করেও যদি যাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ে বাসে না ওঠেন, অর্থাৎ 'নো-শো' হয়, তাহলে সেই ফোন নম্বরটি চিহ্নিত করা হবে। একই নম্বর থেকে বারবার এমন ঘটনা ঘটলে ভবিষ্যতে ওই নম্বর দিয়ে আর টিকিট বুক করা যাবে না। তবে দপ্তরের প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এই টিকিট বুকিং সংক্রান্ত নিয়ম ভাঙলে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বর সাময়িকভাবে ব্লক করার পরিকল্পনা করছে দপ্তর। তবে কত দিনের জন্য নম্বর ব্লক করা হবে এবং পরে ফের কীভাবে তা চালু করা হবে, সে বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

সম্পাদকীয়

শহর কলকাতাকে সাজাতে গেলে পার্কিং সমস্যাও মেটাতে হবে

রাজ্যে প্রথমবার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। দায়িত্ব পেয়ে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে উন্নয়ন যজ্ঞ। শহর কলকাতার উন্নয়নেও দেওয়া হয়েছে নজর। শহরকে দখলদার মুক্ত করে পরিচ্ছন্নতা ফিরিয়ে আনা, গণপরিবহণকে আরও বেশি কার্যকরি করতে একাধিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এখানে একটা বিষয় ভাবাচ্ছে, তা হল গাড়ি পার্কিং। ভারতের প্রায় সব বড় বড় শহরগুলোই কম-বেশি এই সমস্যায় জর্জরিত। কলকাতার মতই মুম্বইও পার্কিং নিয়ে নাজেহাল। কারণ, বড় শহরগুলিতে প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা। বাড়ছে গাড়ির সংখ্যাও। মফঃসসল থেকেও প্রতিদিন হাজার হাজার গাড়ি আসছে শহরে। কিন্তু শহরের আয়তন সে তুলনায় বাড়ছে না, উল্টে কমছে ফাঁকা জায়গা। ফলে পার্কিং সমস্যা বেড়েই চলেছে। ঠিক এমনই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কলকাতাও। অথচ একটি শহরকে পরিকল্পনা মাফিক সাজাতে গেলে পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের জায়গা চাই। কিন্তু প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো শহর কলকাতার পার্কিং ব্যবস্থা এখনও সেই মান্ধাতার আমলের। বড় রাস্তা থেকে গলি, যত্রতত্র গাড়ি রাখা। গোটা অফিস পাড়ায় যত গাড়ি পার্ক করার জায়গা আছে, থাকে তার প্রায় তিনগুণ।বাণিজ্যিক গাড়ির কথা আর না বলাই ভালো। বেশির ভাগ বাস, ট্যাক্সি সারারাত সার দিয়ে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। এই ছবি দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু এই ছবিটা না বদলালে কলকাতার শ্রী ফিরবে না, ফিরবে না শহরের গতি। এই নিয়ে সম্প্রতি এক মামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কলকাতা হাইকোর্টও। দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালের পার্কিংয়ের জেরে পাশ্ববর্তী আবাসনের বাসিন্দারা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এই অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। সেই মামলায় স্বয়ং প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে মুম্বইয়ের উদাহরণ তুলে আরও বেশি সংখ্যায় পার্কোম্যাট তৈরির প্রস্তাব দেন। যা কলকাতায় থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। অথচ মোটর ভেহিকেল আইন ভেঙে রাতে রাস্তার দু'ধারে গাড়ি, বাস, লরি রাখা থাকে। এর থেকে মুক্তি পেতে একটাই সমাধান, তা হল বহুতল পার্কিং জোন। নতুন সরকার কি ভাবনাচিন্তা করছে?



সিউড়ি আব্দারপুর গেস্ট হাউসে বীরভূম জেলার রাস্তাঘাট ও জল উন্নয়ন নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে চেয়ারম্যান অনুপ সাহার নেতৃত্বে পিডব্লিউডি ও পিএইচই-র স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ সদস্য।

জঙ্গলে ক্যাম্পে রাত কাটানো, জুলজিক্যাল পার্কে নৌকোবিহার!

অরূপ ঘোষ



ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য মোট সাড়ে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ (পিইউপি)। ইতিমধ্যেই কাজ শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে বন দপ্তর। বন দপ্তর সূত্রে খবর, বেলপাহাড়ি জঙ্গল ক্যাম্পের জন্য বরাদ্দ হয়েছে এক কোটি টাকা। ২০১৯ সালে পাঁচটি টেন্ট হাউস নিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ক্যাম্প চালু হয়েছিল। পর্যটকদের ভালো সাড়া মিললেও করোনা পরিস্থিতি এবং পরবর্তী সময়ে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। এবার নতুন করে আটটি টেন্ট হাউস তৈরি করা হবে। চার ফুট উঁচু কংক্রিটের মঞ্চের ওপর তৈরি হবে তাঁবুগুলি। পাশাপাশি থাকবে রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর, অডিটোরিয়াম ও লাইব্রেরি।অন্যদিকে, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা নৌকাবিহার ফের চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কে। একসময় পার্কের অন্যতম আকর্ষণ ছিল এই পরিষেবা। কিন্তু খালের বাঁধ ভেঙে যাওয়া এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। এবার বাঁধ সংস্কারের পাশাপাশি চারটি প্যাডেল বোট চালু করা হবে। পর্যটকদের হাঁটাচলার জন্য বাঁধের ওপর তৈরি হবে রেলিং দেওয়া বিশেষ পথ। এই প্রকল্পে দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

এছাড়াও ঝাড়গ্রাম শহরের বলরামডিহি ইকো-পার্ককে নতুন ভাবে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিশুদের জন্য বিভিন্ন খেলার সরঞ্জাম, পর্যটকদের বসার জায়গা এবং পার্কের সামগ্রিক সৌন্দর্যায়নের কাজে খরচ হবে এক কোটি টাকা। এদিকে, ঝাড়গ্রামের পর্যটন বিকাশে রাজ্য সরকারের তরফেও একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি রাজ্য বাজেটে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে টাইগার সাফারি গড়ে তোলার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে উত্তরবঙ্গ থেকে পাঁচটি বাঘ নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি বেলপাহাড়িতে জঙ্গল সাফারি ও মশাল বাগান এবং শিমুলাপালে পাহাড়ের চূড়ায় ট্রাইবাল মডেল ভিলেজ গড়ে তোলার উদ্যোগও রয়েছে।

ঝাড়গ্রাম ট্যুরিজমের কর্ণধার সুমিত দত্ত বলেন, পর্যটনের উন্নয়নে বন দপ্তরের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে অতীতে একাধিক প্রকল্প চালু হলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই এবার প্রকল্পগুলির নিয়মিত দেখভাল এবং পর্যটকদের উন্নত পরিষেবা দেওয়ার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, জেলার পর্যটন শিল্পের বিকাশে সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। টাইগার সাফারি ও জঙ্গল সাফারি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পর্যটনের প্রসারের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নেও জোর দেওয়া হচ্ছে। ঝাড়গ্রামকে দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম পর্যটন হাব হিসেবে গড়ে তোলাই লক্ষ্য। বন দপ্তরের এই নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে ঝাড়গ্রামের পর্যটন মানচিত্রে আরও কয়েকটি আকর্ষণ যুক্ত হবে বলে মনে করছেন পর্যটন মহলের একাংশ।

নিম্নচাপের বৃষ্টিতে মাঠেই পাকা ধান নষ্টের আশঙ্কা

জলমগ্ন জমিতে পচনের মুখে শীতকালীন সবজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নিম্নচাপের জেরে টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর ২৪ পরগনার কৃষিকাজ। সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলমগ্ন চাষের জমি। কোথাও পাকা ধান কাটার আগেই জমিতে জল জমেছে, কোথাও আবার জল দাঁড়িয়ে থাকায় পচনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে শীতকালীন সবজি চাষে। হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে মাথায় হাত কৃষকদের। সময়মতো ফসল ঘরে তুলতে না-পারলে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তাঁরা।



কৃষকদের দাবি, এই সময়ে বহু জমির ধান পেকে গিয়েছে। ফসল কাটার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল। কিন্তু সকাল থেকে লাগাতার বৃষ্টিতে ধানজমিতে জল জমে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে ফসল কাটার কাজ। জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকলে পাকা ধান মাটিতে নুয়ে পড়ে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ভিজে থাকলে ধানের গুণমানও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাঠে তৈরি ফসল ঘরে তোলা নিয়েই এখন চরম অনিশ্চয়তায় চাষিরা।

অন্যদিকে, শীতকালীন সবজি চাষেও দেখা দিয়েছে বিপর্যয়ের আশঙ্কা। ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন ও মুলোর মতো সবজির জমিতে জল জমে যাওয়ায় গাছের গোড়ায় পচন ধরার আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। জমি থেকে দ্রুত জল না নামলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে সদ্য রোপণ করা সবজি এবং ফলন ধরতে শুরু করা গাছগুলি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কৃষকদের আশঙ্কা, বৃষ্টির দাপট দীর্ঘস্থায়ী হলে শুধু বর্তমান ফসল নয়, আগামী দিনের শীতকালীন সবজি উৎপাদনও ধাক্কা খাবে। এর প্রভাব পড়তে পারে বাজারের জোগানেও। উৎপাদন কমে গেলে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো-সহ বিভিন্ন সবজির দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে একদিকে ফসল হারিয়ে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন কৃষকরা, অন্যদিকে বাড়তি দামে সবজি কিনতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন সাধারণ ক্রেতারাও।

এর পাশাপাশি ফসল বাজারজাত করার সময় ন্যায্য দাম পাওয়া নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে চাষিদের। প্রাকৃতিক দুর্যোগে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বাড়লে কৃষকদের লোকসান আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত কৃষিজমির ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় কৃষি পরামর্শ এবং ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের পাশে দাঁড়ানোর দাবি উঠছে। বৃষ্টির জল দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং ক্ষতির উপযুক্ত মূল্যায়নের দাবিও জানাচ্ছেন কৃষকরা। সব মিলিয়ে নিম্নচাপের বৃষ্টিতে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সুন্দরবন, উত্তর ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চলে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। মাঠের পাকা ফসল ঘরে তোলা এবং শীতকালীন সবজি চাষ বাঁচানোই এখন কৃষকদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দীর্ঘদিন রোগের পর বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মালদার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা আবু নাসের খান চৌধুরীর (লেবু)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল (৯২) বছর। যদিও সন্তানহীন লেবুবাবুর স্ত্রীর দীর্ঘদিন আগেই সুইজারল্যান্ডে থাকাকালীন মারা যান। পরবর্তীতে একা হয়ে যান লেবু এরপরই ২০০৫ সালের দিকেই তিনি মালদার কোতুয়ালির ভবনে চলে আসেন। প্রয়াত প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরীর ছোট ভাই ছিলেন আবু নাসের খানচৌধুরী (লেবু)। ২০১১ সালে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেস জোটে থাকা লেবু সুজাপুরের বিধায়ক হন। সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেস জোটের সরকার লেবুকে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী করেন। মালদার কোতুয়ালি বাসভবনের পাশাপাশি সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের শাহাজালালপুর এলাকাতেও বসবাস করতেন প্রাক্তন মন্ত্রী আবু নাসের খান চৌধুরী। বৃহস্পতিবার সকালে নয়টা নাগাদ কলকাতার বাসভবনে বার্ধক্য জনিত কারণেই মারা যান আবু নাসের খান চৌধুরী (লেবু) বলেই তার আত্মীয়েরা জানিয়েছেন। এদিন রাতেই প্রাক্তন মন্ত্রীর মৃতদেহ মালদার কোতুয়ালির ভবনে নিয়ে আসা হবে । সেখানেই গনি খানচৌধুরীর মাজারের পাশেই কবরস্থ করা হবে আবু নাসের খান চৌধুরীর দেহ বলে তার আত্মীয়েরা জানিয়েছেন।



কোতুয়ালি ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সুজাপুরের কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে জয়ী হয়েছিলেন আবু নাসের খান চৌধুরী (লেবু)। সেই সময় তৃণমূল সরকার কংগ্রেসের জোটে ক্ষমতায় আসায় লেবুবাবুকে মন্ত্রী করা হয়। ২০১২ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোট ভেঙ্গে যায়। এরপর ২০১৫ সালে তৃণমূলের যোগদান করেন লেবু । সেই সময় বিধানসভা নির্বাচনে সুজাপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হন তিনি । কিন্তু তার ভাইপো অর্থাৎ দাদা আবু হাসেম খান চৌধুরীর (ডালু) একমাত্র ছেলে তথা কংগ্রেস প্রার্থী ইসাখান চৌধুরীর কাছে পরাজিত হন।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাক্তন সাংসদ মৌসম নূর হচ্ছেন লেবুর ভাগ্নি। গনিখান চৌধুরী ছোট ভাই হচ্ছে লেবু। মেজো ভাই ছিলেন প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী (ডালু)। ২০২১ সালের পর থেকেই ধীরে ধীরে বার্ধক্য জনিত কারণে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন আবু নাসের খান চৌধুরী (লেবু)। তারপর থেকে আক্ষেপ ছিল যে তৎকালীন শাসকদল তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব লেবুবাবুর সম্পর্কে কোনও খোঁজখ বর রাখতেন না। এরপর নিজেকে রাজনীতির মঞ্চ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে নেন। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর অবশেষে এদিন তাঁর মৃত্যু হয়।

লেবুবাবুর ভাইপো তথা কংগ্রেস সাংসদ ইসা খানচৌধুরী বলেন, বয়সজনিত কারণে তাঁর কাকা আবু নাসের খান চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে। কাকার শেষ ইচ্ছে মতো কোতুয়ালির বাসভবনের গনিখান চৌধুরীর সমাধির পাশেই কবরস্থ করা হবে দেহ। কলকাতা থেকে কফিনবন্দি মৃতদেহ বৃহস্পতিবার রাতে এসে মালদার কোতুয়ালি বাসভবনে পৌঁছবে। রাতেই দেহ কবরস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইংরেজবাজারের পুরসভার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'আবু নাসের খান চৌধুরী একজন শিক্ষিত এবং গণ্য ব্যক্তি ছিলেন। অনেক কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করার ইচ্ছা ছিল তাঁর মধ্যে। কিন্তু একসময় তৃণমূল নামক যে দলটার সঙ্গে উনি জড়িয়ে ছিলেন, তখন লেবুবাবুকে মর্যাদা দেওয়া হয়নি। আসলে উনি ভুল দলে চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সেটাও ওঁর মনের মধ্যে আক্ষেপ ছিল। তবে উনার অনেক বয়স হয়েছিল। বার্ধক্য জনিত কারণে মারা গিয়েছেন। তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই।'

তৃণমূলের মালতিপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা কালীঘাটপন্থী দলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, 'বিজেপির এই ধরনের কথা সঠিক নয়। গনিখান চৌধুরীর ভাই আবু নাসের খান চৌধুরী সক্রিয় ভাবে রাজনীতির সঙ্গে একসময় যুক্ত ছিলেন। তার নির্দেশ মতো একসময় আমরা দল এবং সংগঠন করেছি। বয়সজনিত কারণে উনি মারা যান। ওঁর শেষ শ্রদ্ধায় অবশ্যই কোতুয়ালির বাসভবনে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করব।'

বৃষ্টির জন্য রবি সন্ধ্যায় জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ঘূর্ণিঝড় 'আকভানে'র তাণ্ডবে হুগলি ও চন্দননগরের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা আর অবিরাম বর্ষণ এবার ভেস্তে দিল দশমীর নির্ধারিত বিসর্জন পর্ব। চিরাচরিত রীতি ভেঙে এবার দশমীর দিনে গঙ্গায় প্রতিমা নিরঞ্জন বা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, কোনওটাই হচ্ছে না। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এবং জননিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, চন্দননগরের প্রসিদ্ধ জগদ্ধাত্রী শোভাযাত্রা আগামী ২২ নভেম্বর, রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় আয়োজন করা হবে।

দশমীর সকালে চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পূজা কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে অধীনস্থ ১৮০টি বারোয়ারির প্রতিনিধিদের নিয়ে তড়িঘড়ি একটি সভা বসে। কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ সাউয়ের কথায়, স্বল্প সময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে সবাই একমত হন যে দুর্যোগ মাথায় নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা সমীচীন নয়, তাই তা স্থগিত রাখারই পথ বেছে নেওয়া হয়।

তবে সূচির এই রদবদলে পুজো কমিটিগুলোর আর্থিক ব্যয় কিছুটা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেই বাড়তি চাপ সামলাতে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলোর কাছে বিলে রেয়াত দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে, যদিও এ বছর সংস্থাগুলোর তরফে ইতিমধ্যেই বিদ্যুতের বিলে ৪০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

রেশন স্টকের গরমিল, সিল দু'টি গুদামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রেশন গুদামে চাল-গমের স্টকে বিপুল গরমিল! আরামবাগ ও গৌরহাটির দু'টি গুদাম সিল করল খাদ্য দপ্তর। প্রশাসনিক অভিযানে চাঞ্চল্য এলাকায়।



সাধারণ মানুষের প্রাপ্য রেশন সামগ্রী কি ঠিকমতো পৌঁছচ্ছে তাঁদের হাতে? নাকি গুদামে মজুত থাকা চাল ও গমের হিসাবেই রয়েছে বিস্তর গরমিল? এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই এবার কড়া পদক্ষেপ করল প্রশাসন। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে আরামবাগের দু'টি রেশন গুদামে আচমকা অভিযান চালালেন খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। অভিযানে চাল ও গমের মজুতের হিসাবের সঙ্গে বাস্তব স্টকের বিস্তর অসঙ্গতি ধরা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। এরপরই গুদাম দু'টিকে সিল করে দেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, আরামবাগ শহরের একটি এবং গৌরহাটির একটি রেশন গুদামে এই অভিযান চালানো হয়। হুগলি জেলা খাদ্য দপ্তরের নির্দেশে আট সদস্যের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল অভিযানে সামিল হয়। তাঁদের সঙ্গে ছিল পুলিশ বাহিনী। অভিযোগ, গুদামে মজুত চাল ও গমের পরিমাণের সঙ্গে নথিভুক্ত হিসাবের মিল পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই খবর পেয়েই সরেজমিনে তদন্তে নামে খাদ্য দপ্তর। একটি গুদামে রেশন ডিলার উপস্থিত না-থাকায় তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করতে হয় আধিকারিকদের। এরপর গুদামের মজুত সামগ্রী ও নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। দুই জায়গাতেই হিসাবের গরমিল সামনে আসায় আপাতত গুদাম দু'টি সিল করে দেওয়া হয়েছে।

খাদ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, হুগলি জেলা খাদ্য দপ্তরের নির্দেশেই আট সদস্যের প্রতিনিধি দল এই অভিযান চালিয়েছে। গুদামে চাল ও গমের স্টকের সঙ্গে হিসাবের অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে। একটি গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত রেশন ডিলার উপস্থিত না-থাকায় তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়েছে। দু'টি গুদামেই একাধিক বিষয়ে অসঙ্গতি থাকায় সেগুলি সিল করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এই অভিযান ঘিরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

গুদামে যদি বিপুল পরিমাণ চাল ও গম মজুত থাকে, তা হলে উপভোক্তারা নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদের প্রাপ্য রেশন সামগ্রী পাচ্ছেন না কেন? দীর্ঘদিন ধরেই আরামবাগ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় রেশন বণ্টন নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছিল। বিশেষ করে দুর্গাপুজোর সময় বহু উপভোক্তা নির্দিষ্ট সময়ে রেশন না-পাওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন। কোথাও রেশন বণ্টনে দেরি, কোথাও আবার নির্ধারিত পরিমাণ সামগ্রী না পাওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছিল। ফলে প্রশাসনের এই অভিযানের পর রেশন বণ্টন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চকোলেটের লোভ দেখিয়ে ৭ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক কিশোরের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গেলে নির্যাতিতার মাকেও মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্তের পরিবারের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় বাঁকুড়ার ইন্দাস থানা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। এলাকার বাসিন্দারা ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং তদন্ত করে অভিযুক্তকে চরম শাস্তির দাবিতে সরব হয়ে ওঠেন। এই অভিযোগ ওঠার পর অভিযুক্ত কিশোর প্রথমে পলাতক থাকলেও পরে গ্রেপ্তার করে ইন্দাস থানার পুলিশ।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে যে, ঘটনার দিন ওই নাবালিকার মা পুকুরে কাপড় কাচতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে একা ছিল ওই নাবালিকা। সেই সুযোগে তাকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে পাশের একটি ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যায় পড়শী এক কিশোর। সেখানেই তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।মেয়ের চিৎকার শুনে ছুটে যান মা। তাকে আসতে দেখেঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। নির্যাতিতার মা মেয়েকে নিয়ে অভিযুক্ত কিশোরের বাড়িতে প্রতিবাদ জানাতে যান। সেখানে অভিযুক্তের পরিবারের সদস্যরা মা ও মেয়ের ওপর চড়াও হন। তাদের মারধরের পাশাপাশি শ্লীলতাহানিও করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। ইন্দাস থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার মা। এই অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে ইন্দাস থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় এই ধর্ষণ ঘটনায় মূল অভিযুক্ত কিশোরকে।

নির্যাতিতার মায়ের দাবি, একবার নয়, এর আগেও একাধিক বার চকোলেটের প্রলোভন দেখিয়ে তার মেয়েকে ধর্ষণ করেছে ওই কিশোর।অভিযুক্ত কিশোর ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতার মা ও স্থানীয়রা।

আজও ঝুঁকিপূর্ণ বাঁশের সাঁকোই ভরসা ঘুঘুডাঙাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: স্বাধীনতার এত বছর পরেও নদী পারাপারের জন্য ভরসা সেই পুরনো বাঁশের সাঁকো। পাকা সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের, প্রতিশ্রুতিও মিলেছিল একাধিকবার। কিন্তু অভিযোগ, সময় পেরিয়ে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নদী পারাপার করতে হচ্ছে কালনা ১ নম্বর ব্লকের নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দাদের।গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে গুড়জোয়ানি নদী। নদীর ওপারেই রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর, স্কুল, বাজারহাট। এমনকি দূরদূরান্তে যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এসটিকেকে সড়কেও পৌঁছতে হলে এই নদী পার হতে হয় গ্রামবাসীদের। কিন্তু নদীর ওপর আজও তৈরি হয়নি কোনও পাকা সেতু। পূর্বপুরুষদের তৈরি পুরনো বাঁশের সেতুই বর্তমানে গ্রামবাসীদের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা।



স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই বাঁশের সাঁকোর পরিবর্তে নদীর ওপর একটি পাকা সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা। ভোটের আগে পাকা সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। কিন্তু অভিযোগ, রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠার পর ১৫ বছর কেটে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ পায়নি।

বর্তমানে পুরনো বাঁশের সেতুটির অবস্থা অত্যন্ত জরাজীর্ণ। প্রতিদিন স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা ও সাধারণ মানুষকে এই ঝুঁকিপূর্ণ সাঁকো দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে। বর্ষার সময় নদীতে জল বাড়লে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য, প্রতিদিনের প্রয়োজনেই তাঁদের নদী পার হতে হয়। অথচ দীর্ঘদিন ধরে একটি পাকা সেতুর অভাবে চরম সমস্যার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। শুধু যাতায়াত নয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও এই সমস্যার প্রভাব পড়ছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ঘুঘুডাঙাবাসীর একটাই দাবি, আর প্রতিশ্রুতি নয়, এবার বাস্তবে গুড়জোয়ানি নদীর ওপর তৈরি হোক একটি পাকা সেতু। প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে তাঁদের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করুক, এমনটাই প্রত্যাশা গ্রামবাসীদের।

ভোগ মন্দিরে পৌঁছতে ডাক ক্রেনের!

১৫০০ কেজির লাড্ডুতে জয়রামবাটীতে উন্মাদনা

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বিষ্ণুপুর: প্রসাদ তো অনেক দেখেছেন, কিন্তু দেবীর ভোগ মন্দিরে পৌঁছে দিতে যদি প্রয়োজন হয় আস্ত একটি ক্রেন! শুনতে অবাক লাগলেও এমনই বিরল দৃশ্যের সাক্ষী থাকল বাঁকুড়ার জয়রামবাটী। জগদ্ধাত্রী মায়ের চরণে নিবেদনের জন্য তৈরি হয়েছে ১৫০০ কেজির এক বিশালাকার লাড্ডু! আর সেই বিশালাকার লাড্ডু মন্দিরে নিয়ে যেতে শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে হল ক্রেন।



জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নেওয়া হয়েছে এই অভিনব উদ্যোগ। ১৫০ বছরের ঐতিহ্যকে স্মরণীয় করে রাখতে মায়ের উদ্দেশে নিবেদন করা হল ১৫০০ কেজির বিশাল লাড্ডু ভোগ। লাড্ডুর বিশালত্ব এতটাই যে সাধারণভাবে সেটি মন্দিরে নিয়ে যাওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে ভক্তদের উদ্যোগে ব্যবহার করা হয় ক্রেন। ক্রেনের সাহায্যে বিশালাকার লাড্ডুটি মন্দিরে পৌঁছে দেওয়ার দৃশ্য দেখতে ভিড় জমান অসংখ্য মানুষ। ১৫০০ কেজির এই বিশাল লাড্ডু একনজর দেখতে মন্দির চত্বরে উপচে পড়ে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ভিড়।

বোল্লা রক্ষাকালী পুজোয় ভিআইপি পাস বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মায়ের দরবারে ভক্তদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ থাকবে না। ভিআইপি বা সাধারণ, এমন কোনও আলাদা পরিচয়ের জায়গা থাকছে না এবারের বোল্লা রক্ষাকালী পুজোয়। উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম কালীপুজো বোল্লা রক্ষাকালী মাতার পুজোকে ঘিরে ২০২৬ সালে এমনই বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুজো কমিটি। এবার সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল করা হচ্ছে ভ

বিজয়া সম্মেলনে উন্নয়নের একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি শমীকের



নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়া ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আয়োজিত বিজেপির বিজয়া সম্মেলনে যোগ দিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ধর্মান্তকরণ, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান এবং পুরুলিয়ার উন্নয়নের একাধিক প্রসঙ্গ। একই সঙ্গে আগামী দিনে পুরুলিয়াকে শিল্প ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেন, রাজ্যে ১৫ হাজার দুর্গাপুজো বেড়েছে এবং মানুষের মধ্যে আর আগের মতো ভয় নেই। তিনি বলেন, বিজেপির লড়াই মুসলমান বা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে নয়। তবে তাঁর অভিযোগ, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া এলাকায় ব্যাপকভাবে ধর্মান্তকরণ চলছে। কোনওভাবেই এই ধরনের কার্যকলাপ চলতে দেওয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। শিল্পী ভাতার নামে টাকা তোলার অভিযোগ নিয়েও সরব হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, তৃণমূল এখন যাত্রাপালায় পরিণত হয়েছে। সিপিএমের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর দাবি, আগামী ২৫ বছর বিজেপিকে সরানো যাবে না। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, কোথাও কোনও কর্মীর বিচ্যুতি চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বকে জানাতে হবে। অন্যদিকে, সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দেওয়া ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাতারাতি রাজনৈতিক অবস্থান বদলালেই সবকিছু বদলে যায় না।

পুরুলিয়ার উন্নয়ন প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপিকে এক বছর সময় দেওয়া হোক। এই সময়ের মধ্যে এলাকার পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। লোধা ও শবর সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য স্কুল নির্মাণ, আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথাও জানান তিনি।

শিল্পায়ন প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, পুরুলিয়ায় জমির অভাব নেই। এই জেলায় শিল্প গড়ে তোলা হবে। পুরুলিয়ায় বিমান নামানোর পাশাপাশি আধুনিক পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে বিরল খনিজ বা রেয়ার আর্থ মিনারেলের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি। যুবক-যুবতীরা যাতে সরাসরি বিদেশি সংস্থায় কাজের সুযোগ পান, সেই উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান।

কৃষি ও পানীয় জল নিয়েও একাধিক প্রতিশ্রুতি দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। আগামী পাঁচ বছরে ৬০ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যমাত্রার কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যের কথা তুলে ধরেন। যাঁরা এখনও অন্নপূর্ণা প্রকল্পের সুবিধা পাননি, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার বিষয়টি জানার জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর যোজনার সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওপরেও জোর দেন তিনি।

ব্যবসায়ী মহলের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, পুরুলিয়ার উন্নয়নে ব্যবসায়ীদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের ছোট ছোট চাহিদা পূরণ করাই তাঁদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি এই জয়কে মানুষের জয় বলে উল্লেখ করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার আহ্বান জানান।

রাজ্যের ঋণের বোঝা কমানো, রাজনৈতিক হিংসা এবং সাম্প্রতিক নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়েও বক্তব্য রাখেন তিনি। ডিম ও পাথর ছোড়ার ঘটনায় বিজেপির ভূমিকা নেই বলে দাবি করে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন। বইয়ের স্টল ভাঙচুরের প্রসঙ্গ তুলে অভিযুক্তদের বিচ্ছিন্ন করার আহ্বান জানান। নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়েও তৃণমূল ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন তিনি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বাঙালির সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ তুলে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও টানেন।

সাবওয়ের দাবিতে উদাসীন রেল, ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু মা-মেয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়া স্টেশন চত্বরে রেললাইন পার হতে গিয়ে দ্রুতগামী ট্রেনের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল মুম্বইয়ের এক বধূ ও তাঁর তরুণী কন্যার। মৃতদের নাম আভা ঝা (৪৮) এবং প্রগতি ঝা (১৯)। বুধবার রাত ১১টা নাগাদ রক্সৌল এক্সপ্রেসের ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পরই যাত্রী নিরাপত্তা ও স্টেশনে সাবওয়ে নির্মাণের দীর্ঘদিনের দাবি নিয়ে নতুন করে ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়।

এই জোড়া মৃত্যুর পর রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন উত্তরপাড়ার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, যাত্রীদের নিরাপদ পারাপারের জন্য উত্তরপাড়া স্টেশনে একটি সাবওয়ে তৈরির দাবি বহুদিনের। কিন্তু রেল দপ্তর সেই দাবিকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিচ্ছে না।

পরিত্যক্ত কারখানায় বেআইনি কয়লার বিপুল ভাণ্ডারের খোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের হাট-আশুড়িয়া এলাকার একটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার ২০১৫ সাল থেকে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। ২০১৫ থেকে ২০২১ পর্যন্ত উঁচু পাঁচিল ঘেরা বন্ধ কারখানাটিতে বেআইনি কয়লা মজুত করার ইয়ার্ড হিসাবে ব্যবহার করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায় কয়লা মাফিয়ারা! সেই বেআইনি কয়লা কারবারের বড় স্টক পয়েন্টের খোঁজ মিলল। তদন্তে নেমে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছে ২০১৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত গোপনে বড়জোড়ার বাসুদেবপুর এলাকায় থাকা ওই পরিত্যক্ত কারখানায় মজুত করা হয়েছিল হাজার হাজার টন অবৈধ কয়লা।

সম্প্রতি এই মজুত কয়লাপাচার করতে গিয়ে জিএসটির হাতে ধরা পড়ে একাধিক কয়লা বোঝাই লরি। সেই সূত্রেই বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় ওই পরিত্যক্ত কারখানায় বেআইনি কয়লার এই বিপুল ভান্ডারের খোঁজ মেলে। বিজেপি ও তৃণমূল দাবি করেছে ওই কয়লা ভান্ডারের সঙ্গে তৃণমূলের নেতারা জড়িত। তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অলক মুখার্জির দাবি ওই সময় বড়জোড়ায় তৃণমূলের বিধায়ক ছিল না। ওই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকলেও ২০১৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বিধায়ক ছিলেন সিপিএম দলের সুজিত চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'বড়জোড়ায় ২টি খোলামুখ কয়লাখনি রয়েছে। আমি যখন বিধায়ক ছিলাম তখন সন্ধ্যার পর কোলিয়ারি ২টি থেকে ডাম্পারে করে কয়লা চলে যেত চোরাই পথে মাফিয়াদের কাছে।' সিপিএম প্রাক্তন বিধায়ক সুজিত চক্রবর্তী বলেন, ওই ৫ বছরে যতগুলি বিধানসভা অধিবেশন হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে তিনি বড়জোড়ার কয়লা অবৈধপথে লুঠ হচ্ছে বলে সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু বিরোধী দলের বিধায়ক বলে তার অভিযোগ পাত্তা দেয়নি মমতার সরকার। বিধানসভার রেকর্ড বুক খুললেই বোঝা যাবে বলে দাবি করেন সুজিত চক্রবর্তী।

তৃণমূলের বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, তৃণমূলের জমানায় অবৈধ কয়লা মজুত হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু সেই সময় তিনি বা তাঁর দলের



কেউ বিধায়ক ছিলেন না। তা হলে কে বা কারা এই কয়লা মজুত করল তার সঠিক তদন্ত দাবি করে অলক মুখার্জি বলেন, ইডি, সিবিআই হস্তক্ষেপ করুক। তা হলেই বোঝা যাবে তৃণমূলের ১৫ বছরের কারবার নাকি ৬ মাসের ডবল ইঞ্জিন সরকারের কারবার।

সিপিএম এরিয়া কমিটি সম্পাদক সুজয় চৌধুরীর দাবি, তৃণমূল নেতারা কয়লা মজুতের সঙ্গে জড়িত। আর যে কারখানায় মজুত করা হয়েছে সেই কারখানা কর্তৃপক্ষও জড়িত। কারখানা বন্ধ রেখেও পুলিশের সহযোগিতায় তৃণমূলের নেতারা এই অবৈধ কয়লা মজুত করেছে। কিন্তু এখন কার মদতে স্টক পয়েন্ট থেকে কয়লা বের হচ্ছিল সেটাও তো তদন্ত করে কালপিট ধরতে হবে। এর সঙ্গে জড়িত সকলের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন সিপিএম)নেতা সুজয় চৌধুরী। অন্যদিকে বিজেপি নেতা গোবিন্দ ঘোষ বলেন, এই কয়লা কারবারে জড়িত রয়েছেন ভাইপো। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলে গোবিন্দ ঘোষ বলেন, তদন্ত করে অবৈধ কারবারিদের শাস্তি দেওয়া হোক। সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেন, শোনা যাচ্ছে কয়লা পাচারের সঙ্গে তাদের বিধায়ক অনুগামী কেউ জড়িত? জবাবে গোবিন্দ ঘোষ বলেন, তাদের এমএলএ, এমপি কেউ এর সঙ্গে জড়িত নয়। তাই সঠিক তদন্ত করে দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হোক।

মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, মুম্বই
বেঞ্চ, কোর্ট-IV-এর সমক্ষে
বিষয়ে C.P. (IB)/769(MB)2025, IA(I.B.C)/4211(MB)2026
জীবন জ্যোতি বাণিজ্য লিমিটেড বনাম সানস্টার রিয়েলটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড

প্রতি
শ্রী জয় জগদীশকুমার শাহ, ডিআইএন : ০৮০৩৩২৬৭ (প্রতিবাদী নং ১)
শ্রী ভবেশ কুমারদেব খত্রী, ডিআইএন : ১১২০২৯৬৭ (প্রতিবাদী নং ২)
শ্রীমতী পূজাবেন নবীনভাই ধামেলিয়া, ডিআইএন : ১১২০২৯৭০ (প্রতিবাদী নং ৩)
শ্রী সুনীল ভাভারী, ডিআইএন : ০৩১২০৫৪৫ (প্রতিবাদী নং ৪)
প্রতিবাদী নং ১ থেকে ৩ হলেন সানস্টার রিয়েলটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (''কর্পোরেট দেনাদার'')-এর বরখাস্তকৃত পরিচালনা পর্ষদের সদস্য। প্রতিবাদী নং ৪ এর প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

উপস্থিতির জন্য নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে কর্পোরেট দেনাদারের রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা উপরিউক্ত বিষয়ে ইনসোলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর ধারা ১৯(২)-এর অধীনে আপনার বিরুদ্ধে IA(I.B.C)/4211 (MB)2026 দায়ের করা হয়েছে। আপনাকে আগামী ২৭.১১.২০২৬ তারিখে ব্যক্তিগতভাবে অথবা আপনার অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, মুম্বই বেঞ্চ, কোর্ট-IV-এর সমক্ষে উপস্থিত হওয়ার এবং আপনার জবাব দাখিল করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। আপনি উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে, আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদনটির শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হতে পারে।

মাননীয় ট্রাইব্যুনালের ২৩.১০.২০২৬ তারিখের আদেশ দ্বারা অনুমোদিত বিকল্প পরিষেবার মাধ্যমে এই নোটিশটি প্রকাশ করা হচ্ছে। আবেদনটির একটি অনুলিপি cirpofsunstar@gmail.com-এ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

স্বা/-
বিনোদ কুমার চৌরাসিয়া, প্রস্তাব পেশাদার
সানস্টার রিয়েলটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (সিআইআরপি-র অধীনে)
আইবিবিআই নিবন্ধন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00100/2017-18/10200

তারিখ : ১৮-১১-২০২৬
স্থান : নতুন দিল্লি

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
১ শেক্সপিয়র সরণী, এসি মার্কেট বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১)-এর সাথে পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হার এবং দণ্ডসুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে এর পরে উল্লিখিত তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন নিম্নে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদ ও দণ্ডসুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদির জন্য অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর চার্জের সাপেক্ষে হবে।

সিকিউরড সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে সরফায়সি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতার নাম ও ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. মেসার্স শাইবা মিনারেলস প্রাইভেট লিমিটেড ভিরিঙ্গি জিটি রোড, পূর্ব, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, দুর্গাপুর, পিন ৭১৩২১৩ ২. শ্রী কপিলেশ্বর মুখার্জি (ডিরেক্টর/জামিনদাতা) পিতা মোহিতলাল মুখার্জি ৩. শ্রী মোহিতলাল মুখার্জি (জামিনদাতা) পিতা বঙ্কিম চন্দ্র মুখার্জি ৪. শ্রীমতী শ্রীজাতা মুখার্জি (জামিনদাতা) স্বামী মোহিত লাল মুখার্জি ২, ৩, ৪ নং সকলের ঠিকানা প্রেমিসেস নং এ/৪০৫/৩/৯০ আনন্দপুর, ইসিটিপি, ফেজ-IV, ফ্ল্যাট নং সি-২/৯, ২য় ফ্লোর, কলকাতা ৭০০১০৭। এছাড়াও ঠিকানা সিএইচ/১, ২৭ আমবাগান রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পিন ৭১৩২১৩	ক) ২৩.০৭.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী লোন অ্যাকাউন্ট নং **********৫৩৭১-এর অধীনে বকেয়া ১৯৯৯৯৪৫.১৭ টাকা (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫.০৭.২০২৫ পর্যন্ত আরোপিত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং ৩০.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী লোন অ্যাকাউন্ট নং **********৫৩৮৮-এর অধীনে বকেয়া ৭০৭৩৪৬.৮২ টাকা (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫.০৭.২০২৫ পর্যন্ত আরোপিত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) খ) ২১.০৮.২০২৬ গ) ১৮.১১.২০২৬

সিকিউরড সম্পদের বিবরণ

ই.কে.টি.পি. ফেজ IV, টাইপ এইচআইজি-সি, কলকাতা ৭০০০৭৮ বর্তমানে ৭০০১০৭-এ ব্লক নম্বর ২-এর ২য় ফ্লোরে অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর ৯ নাম্বক সেই সমস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট, যার প্রিন্ট এরিয়া সিঁড়ির আনুপাতিক সাধারণ এলাকা সহ কমবেশি ৬৫.৪০ বর্গমিটার (৭০৪ বর্গফুট আনুমানিক) এবং ল্যান্ডিং ও সিঁড়ি বাদ দিয়ে ৬২.২৬ বর্গমিটার (আনুমানিক), যা দুটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি বারান্দা, একটি লিভিং-কাম-ডাইনিং এবং দুটি টয়লেট নিয়ে গঠিত, যা বর্তমানে মঞ্জুলিকা-এ কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড-এর সদস্যপদ এলাকার মধ্যে অবস্থিত, যা কেএমসি-র অধীনে ওয়ার্ড নং ১০৮, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌজা - মাদুরদহ ও কসবা, জেএল নং ১২ এবং ১৩, থানা কসবা, বর্তমানে তিলজলা-র অধীনে প্রেমিসেস নং এ/৪০৫/৩/৯০ আনন্দপুরে অবস্থিত। সম্পত্তিটি কপিলেশ্বর মুখার্জির নামে রয়েছে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতার নাম ও ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. মেসার্স সাবিত্রী মেডিক্যাল হল ৯৪/২৭ ঘটকপাড়া, এস এন ব্যানার্জি রোড, মণিরামপুর, পোঃ- ব্যারাকপুর, ওয়ার্ড নং ২২, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২০ ২. শ্রী দীনেশ চৌধুরী (স্বত্বাধিকারী) পিতা সত্যনারায়ণ চৌধুরী মণিরামপুর, উত্তর ব্যারাকপুর (মিউনিসিপ্যালিটি), উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২০	ক) এনপিএ-র তারিখ অনুযায়ী অ্যাকাউন্ট নং **********১১২৯-এর অধীনে বকেয়া ২২,২৬,০৩০/- টাকা খ) ০৯.০৯.২০২৬ গ) ১৮.১১.২০২৬

সিকিউরড সম্পদের বিবরণ

উত্তর ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যে ওয়ার্ড নং ২২-এ এস.এন. ব্যানার্জি রোডে হোল্ডিং নং ৯৪/৩৩-এ অবস্থিত মার্বেল মেঝে যুক্ত ''ইস্টান টাওয়ার'' নামক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত কমবেশি ৪১৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য একটি সম্পূর্ণ নির্মিত, স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট, অর্থাৎ ইউনিট নং এ-এর সাপেক্ষে সমস্ত সম্পত্তি, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ ও দখল, এর সাথে টাইলেস ডিডে উল্লিখিত জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক স্বার্থের অংশ এবং সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার সহ। সমগ্র জমির সীমানা : উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া ঘটকপাড়া রোড, দক্ষিণে : নিমাই চ্যাটার্জি ও এস.সি ব্যানার্জির জমি, পূর্বে : মণি সেনগুপ্ত ও বালি দাস, পশ্চিমে : ৪০ ফুট চওড়া এস.এন. ব্যানার্জি রোড। সম্পত্তিটি দীনেশ চৌধুরীর নামে রয়েছে।

তারিখ : ২০.১১.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

''ফর্ম নং আইএনসি-২৬''
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০-এর উপ-রুল (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
বিষয়ে
পাঁচঘরা ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড যার নিবন্ধিত কার্যালয় ২, ভুবন মোহন রায় রোড, সখেরবাজার, কলকাতা-৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ বিষয় সম্পর্কিত
.....**আবেদনকারী**

এতদ্বারা সাধারণ জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, **১৬/১১/২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং-এ গৃহীত স্পেশাল রেজোলিউশনের শর্তাবলী অনুসারে, কোম্পানিটিকে তার নিবন্ধিত কার্যালয় ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''মহারাষ্ট্র রাজ্য''-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ চেয়ে কোম্পানিটি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে একটি অনুলিপি সহ, তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণগুলি উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তাঁর আপত্তিগুলি **এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে** প্রদান করতে পারেন অথবা কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫ ঠিকানায় আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল-এর কাছে প্রদান করতে বা প্রদান করাতে পারেন অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন :
২, ভুবন মোহন রায় রোড, সখেরবাজার, কলকাতা-৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ
আবেদনকারীর পক্ষে
পাঁচঘরা ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
তারিখ : ১৯.১১.২০২৬ রাম নারায়ণ ওয়ালাসে
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
ডিআইএন নং : ০০৯২৭৫০২

''ফর্ম নং আইএনসি-২৬''
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০-এর উপ-রুল (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
দিঘন্ত ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড যার নিবন্ধিত কার্যালয় ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার, ৫ম ফ্লোর, রুম নং ৫১২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ বিষয় সম্পর্কিত
.....**আবেদনকারী**

এতদ্বারা সাধারণ জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, **১৬/১১/২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং-এ গৃহীত স্পেশাল রেজোলিউশনের শর্তাবলী অনুসারে, কোম্পানিটিকে তার নিবন্ধিত কার্যালয় ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''মহারাষ্ট্র রাজ্য''-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ চেয়ে কোম্পানিটি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে একটি অনুলিপি সহ, তাঁর **স্বার্থের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণগুলি উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তাঁর আপত্তিগুলি এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে** প্রদান করতে পারেন অথবা কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫ ঠিকানায় আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল-এর কাছে প্রদান করতে বা প্রদান করাতে পারেন অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন :
১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার, ৫ম ফ্লোর, রুম নং ৫১২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
আবেদনকারীর পক্ষে
দিঘন্ত ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
রাম নারায়ণ ওয়ালাসে
তারিখ : ১৯.১১.২০২৬ ডিরেক্টর
স্থান : মুম্বই ডিআইএন নং : ০০৯২৭৫০২

''ফর্ম নং আইএনসি-২৬''
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০-এর উপ-রুল (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
পাঁচঘরা লজিস্টিক্স পার্কস প্রাইভেট লিমিটেড যার নিবন্ধিত কার্যালয় ২, ভুবন মোহন রায় রোড, সখেরবাজার, কলকাতা-৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ বিষয় সম্পর্কিত
.....**আবেদনকারী**

এতদ্বারা সাধারণ জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, **১৬/১১/২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং-এ গৃহীত স্পেশাল রেজোলিউশনের শর্তাবলী অনুসারে, কোম্পানিটিকে তার নিবন্ধিত কার্যালয় ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''মহারাষ্ট্র রাজ্য''-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ চেয়ে কোম্পানিটি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে একটি অনুলিপি সহ, তাঁর **স্বার্থের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণগুলি উ

কাল প্রধানমন্ত্রী আসছেন খড়গপুর আইআইটিতে



নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়গপুর: খড়গপুর আইআইটির ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষে শনিবার এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। খড়গপুর আইআইটির ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, এই আইআইটির ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শনিবার সকাল দশটার মধ্যে আইআইটি ক্যাম্পাসের হেলিপ্যাডে নামবেন প্রধানমন্ত্রী।

তারপর আইআইটি আয়োজিত ৭৫ মিনিটের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এই সময় প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে কথোপকথন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে যেসব মহিলারা আইআইটির পরিচালনায় কাজ করেন। তাদের সঙ্গেও তিনি মিলিত হতে পারেন। ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী আরও জানান, আইআইটির ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি মুদ্রার উদঘাটন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর বেশ কিছু দিক নির্দেশ করবেন এবং আইআইটির জন্য কয়েকটি ঘোষণা করবেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্যপাল। তারাও তাদের দিকনির্দেশ দেবেন। খড়গপুরের মধ্যেই হিজলি কারাগারে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বন্দী ছিলেন সেই ঐতিহাসিক কারাগারে যেতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।

ঐতিহাসিক ৭৫ বছরে আইআইটির ভূমিকা তুলে ধরবেন তারা। দেশ ও জাতি গঠনে আইআইটি কী কী করেছে তা বর্ণনা করবেন প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল। সেই সঙ্গে আইআইটিতে পরিষেবা মূলক কী কী সমস্যা রয়েছে তারও দিক নির্দেশ দিবেন।

প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে আইআইটি ক্যাম্পাসে এসপিজি নিরাপত্তা বাহিনী পরিদর্শন করছে এবং নিরাপত্তার দিকগুলি খতিয়ে দেখছে। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে আইআইটি কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে বলে ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

সিআইডির জালে টাকি পুরসভার প্রাক্তন হেড ক্লার্ক



নিজস্ব প্রতিবেদন, টাকি: টাকি পুরসভার কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে চাপ। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে শুরু হওয়া এই মামলায় এবার সিআইডি-এর হাতে গ্রেফতার হলেন পুরসভার প্রাক্তন হেড ক্লার্ক প্রবীর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর গ্রেপ্তারিকে তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

পুরসভার আর্থিক লেনদেন ও দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তভার সিআইডির হাতে আসার পরই বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। এরপর থেকে একাধিক নথি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মীদের ভূমিকা তদন্তের আওতায় আনা হয়। কয়েক সপ্তাহ আগেই টাকি পুরসভায় অভিযান চালায় সিআইডির বিশেষ দল। প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়-সহ একাধিক পুরকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। পুরসভার বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিও সংগ্রহ করা হয়। সেই তদন্তের ধারাবাহিকতাতেই এবার প্রাক্তন হেড ক্লার্কের গ্রেপ্তারি।

স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রেপ্তারির পর তদন্তের অভিমুখ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুরসভার বিপুল অঙ্কের অর্থ কোথায়, কী ভাবে এবং কাদের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে, সেই হিসাব কি এবার সামনে আসবে? দুর্নীতির অভিযোগে আর কার কার ভূমিকা রয়েছে, তা নিয়েও বাড়ছে জল্পনা।

পুরনিগমে চালু হতে চলেছে ‘ইউনিক আইডেন্টিটি কোড’

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর আদায় ও নাগরিক পরিষেবাকে আরও স্বচ্ছ ও দ্রুত করতে নতুন পোর্টাল এবং ‘ইউনিক আইডেন্টিটি কোড’ চালুর ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী শংকর ঘোষ। ইউনিক আইডেন্টিটি কোড। পুরনিগমের যে কোনও পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি সম্পত্তির জন্য একটি করে ‘ইউনিক আইডেন্টিটি কোড’ থাকা বাধ্যতামূলক হতে চলেছে। বকেয়া করের এসএমএস অ্যালার্ট. সম্পত্তি কর, জঞ্জাল সাফাই কর, ডিসপ্লে ট্যাক্স বা ট্রেড লাইসেন্সের মতো কোনও কর বকেয়া থাকলে সরাসরি নাগরিকদের রেজিস্টার্ড মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে সতর্কবার্তা পৌঁছে যাবে। নতুন পোর্টাল চালু, বর্তমান পোর্টাল ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো কাটিয়ে উঠতে এবং সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে খুব শীঘ্রই একটি নতুন ও উন্নত পোর্টাল চালু করা হবে বলেও জানালেন মন্ত্রী শংকর ঘোষ।

SBI **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
জীবন দীপ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: মল্লিকা দে, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৬২৯০৬ ৯২৯৬৩

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রুল ৮(৬)-এর সাথে পঠিত রুল ৯(১)-এর শর্তাবলীর অধীনে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অনুযায়ী স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত সিকিউরড সম্পদ, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড পাওনাদারের অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা নীচে উল্লিখিত তারিখগুলিতে **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ২৪.১২.২০২৬
নিলামের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং.	ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারদের নাম	বিক্রয়াধীন সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পাওনা	
১.	**শ্রী দেবজ্যোতি মিশ্র** **ঠিকানা:** ১২, বেদিয়া ডাঙ্গা মসজিদ বাড়ি বাই লেন, মসজিদ বাড়ি, পোঃ- তিলজলা, কলকাতা। **এছাড়াও ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৩য় ফ্লোর, ব্লক-বি, "বৈষ্ণবী ধাম", ১৬৮, ডায়মন্ড হারবার রোড, থানা:- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা।	মৌজা - জোকা, জে.এল. নং ২১, তৌজি নং ৪, খতিয়ান নং ৬১৮-এর অধীনে দাগ নং ৭৪০ এবং ৭৪০/১০০৫-এর অন্তর্ভুক্ত, জোকা-II গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে যা বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে ওয়ার্ড নং ১৪৪, প্রেমিসেস নং ১৭, ডায়মন্ড হারবার রোড, ডাক ঠিকানা - ১৬৮, ডায়মন্ড হারবার রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা ৭০০১০৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত **"বৈষ্ণবী ধাম"** ভবনে লিফট সুবিধা ছাড়াই মোজাইক মেঝে দিয়ে নির্মিত ব্লক "বি"-এর ৩য় ফ্লোরে (সর্বোচ্চ ফ্লোর) অবস্থিত কমবেশি ১৩৬৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া, ৯৫০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং ৪সি নামক সমস্ত ফ্ল্যাট, এর সাথে উক্ত প্রেমিসেস-এর জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে আনুমানিক ১০০ বর্গফুট পরিমাপের একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ। **উক্ত ফ্ল্যাটের সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: ব্লক এ, দক্ষিণে: ব্লক সি, পূর্বে: ফ্ল্যাট নং ৪এ, পশ্চিমে: ডায়মন্ড হারবার রোড। সম্পত্তিটি এ.আর.এ.-I, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গের অফিসে বুক-১, ভলিউম নং ১৯০১-২০২৪, পৃষ্ঠা ৩১২৯৯৯ থেকে ৩১৩০২৬-এ নিবন্ধিত **২০২৪ সালের ডিড নং ১৯০১০৮২৪৭ অনুযায়ী শ্রী দেবজ্যোতি মিশ্রের নামে** রয়েছে। **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে**	**৭৩,৭৪,০০০.০০ টাকা (তিয়াত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) ১৩.১১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং তার উপর আরও সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ক) ৪২,৯২,০০০.০০ টাকা খ) ৪,২৯,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** **৬২৯০৬ ৯২৯৬৩** **৮০০১১ ৯৫৮৯১** **পরিদর্শনের তারিখ:** **১৪.১২.২০২৬ এবং ১৮.১২.২০২৬** পরিদর্শনের সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৩.০০ টা।

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্ক: **https://BAANKNET.com** দেখুন।
খ) ইচ্ছুক বিডার/দের পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর বিডার অ্যাকাউন্টে জেনারেট করা চালানের মাধ্যমে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ নিলামের তারিখের আগেই স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.baanknet@psballiance.com** অথবা যোগাযোগ নম্বর 8291220220

ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২০.১১.২০২৬, স্থান: কলকাতা — কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কেনারা ব্যাঙ্ক Canara Bank — অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৬ — **ই-নিলাম তারিখ ২১.১২.২০২৬**

এতদ্বারা এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধানের অধীনে দখল নেওয়া নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি নিম্নরূপ ই-নিলামের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করা হবে নিম্নলিখিত শর্তাবলী অনুসারে নিম্নবর্ণিত সিকিউরড সম্পদ বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে অফার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
ক্রম নং	ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (বকেয়া সুদ সহ) খ) ধারা ১৩(২)-এর অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ গ) ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, ব্রাঞ্চ এবং আঞ্চলিক কার্যালয় ঙ) ইএমডি জমা দেওয়ার অ্যাকাউন্ট।
১.	ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা , ৭০০০১৬ (খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা **ক. মেসার্স অ্যাম্বো এক্সপোর্টস ইন্ডাস্ট্রিজ** লিমিটেড, এর ডিরেক্টরদের মাধ্যমে শ্রী ওম প্রকাশ আগরওয়াল, শ্রী রবীন্দ্র আগরওয়াল, শ্রী সরোজ কুমার আগরওয়াল, শ্রী আশীষ জৈন, শ্রী দুলাল প্রসাদ চৌধুরী, শ্রী কিশোর কুমার গুপ্ত, চন্দ্রকুঞ্জ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ৩, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭১ **খ. শ্রী রবীন্দ্র আগরওয়াল,** পিতা প্রয়াত ভগবান দাস আগরওয়াল, ফোর্ট ওয়েসিস, ব্লক-৭, ৩য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ০৫/০৬, ৩৬বি, পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা- ৭০০০১৯ **গ. শ্রীমতী সুশীলা দেবী আগরওয়াল,** স্বামী ওম প্রকাশ আগরওয়াল, মোনালিসা বিল্ডিং, ফ্ল্যাট নং ৬/এ/বি, ১৭ ক্যামাক স্ট্রিট, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৭ **ঘ. প্রয়াত শ্রী ভগবান দাস আগরওয়াল,** চন্দ্রকুঞ্জ, ৩, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১, আইনি উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে **i) শ্রী রবীন্দ্র আগরওয়াল,** পিতা প্রয়াত ভগবান দাস আগরওয়াল, ফোর্ট ওয়েসিস, ব্লক-৭, ৩য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ০৫/০৬, ৩৬বি, পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ **ii) শ্রী অশোক আগরওয়াল,** পিতা প্রয়াত ভগবান দাস আগরওয়াল, ২২৭/১এ, এজেসি বোস রোড, এল আর সরণী, কলকাতা- ৭০০০২০ **ঙ. শ্রী ওম প্রকাশ আগরওয়াল,** পিতা প্রয়াত মনোহর লাল আগরওয়াল, মোনালিসা বিল্ডিং, ফ্ল্যাট নং ৬/এ/বি/১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৭ **চ. শ্রী সরোজ কুমার আগরওয়াল,** পিতা ওম প্রকাশ আগরওয়াল, মোনালিসা বিল্ডিং, ফ্ল্যাট নং ৬/এ/বি, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৭ **ছ. শ্রী মনোজ আগরওয়াল,** পিতা ওম প্রকাশ আগরওয়াল, মোনালিসা বিল্ডিং, ফ্ল্যাট নং ৬/এ/বি, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৭	ক) ৩৭৯,৩৪,৬৬,৬৭৭.৭৬ (তিনশো ঊনআশি কোটি চৌত্রিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার ছয়শো সাতাত্তর টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা) এবং এর সাথে ২৪.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য আরও সুদ ও চার্জ। খ) ২৩.০৭.২০২৬ গ) সম্পত্তি নং i. সম্পত্তি নং i থেকে সম্পত্তি নং iv - ০৩.১১.২০২৬। ii. সম্পত্তি নং v - ৩১.১০.২০২৬।	**সম্পত্তি ১** : ৩, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১-এ অবস্থিত ''চন্দ্র কুঞ্জ'' নামক এবং পরিচিত ভবনের ১ম ফ্লোরে অবস্থিত ইউনিট নং ডি এবং এফ নিয়ে গঠিত ৩৯৯৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের সমস্ত অফিস স্পেস; এর সাথে **মেসার্স অ্যাম্বো এক্সপোর্টস লিমিটেড** (বর্তমানে অ্যাম্বো এক্সপোর্টস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে পরিচিত)-এর নামে উক্ত প্রেমিসেস নং ৩, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭১-এ অবস্থিত উক্ত ''চন্দ্র কুঞ্জ'' ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের খোলা জায়গায় একটি গাড়ি পার্ক করার অধিকার সহ। **সম্পত্তি ২ : মেসার্স অ্যাম্বো এক্সপোর্টস লিমিটেড** (বর্তমানে অ্যাম্বো এক্সপোর্টস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে পরিচিত)-এর নামে উক্ত প্রেমিসেস নং ৩ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা (বর্তমানে হরেন্দ্র কুমার মুখার্জি সরণী নামে পরিচিত এবং পূর্বে প্রেমিসেস নং ৭/৩ থিয়েটার রোড ছিল)-এ অবস্থিত ''চন্দ্র কুঞ্জ'' নামক ভবনের ২য় ফ্লোরের উত্তর-পশ্চিম দিকে ৯৯৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সমস্ত অফিস ব্লক/ ইউনিট নং ''এ''। **সম্পত্তি ৩ : প্রয়াত ভগবান দাস আগরওয়াল, শ্রী রবীন্দ্র আগরওয়াল, শ্রীমতী সুশীলা আগরওয়াল, শ্রী সরোজ আগরওয়াল-এর নামে** প্রেমিসেস নং ৩, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতায় অবস্থিত ''চন্দ্র কুঞ্জ'' নামক ভবনের ২য় ফ্লোরের পূর্ব দিকে অবস্থিত ১১২৪ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া (১৫৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের সমস্ত ইউনিট নং ডি, এর সাথে উক্ত প্রেমিসেস-এর অন্তর্ভুক্ত ১ বিঘা ৬ কাঠা ১৫ ছটাক ৫ বর্গফুট পরিমাপের জমিতে ২.৩৪ শতাংশ অবিভক্ত অংশ এবং একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ উক্ত ভবন ও প্রেমিসেস-এর সাধারণ এলাকা ও অংশগুলিতে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ। **সম্পত্তি ৪ : মেসার্স অ্যাম্বো এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড** (বর্তমানে অ্যাম্বো এক্সপোর্টস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে পরিচিত)-এর নামে কলকাতা শহরের সাউথ ডিভিশনে ব্লক XIX, হোল্ডিং নং ৬১-এ প্রেমিসেস নং ৩ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট (বর্তমানে হরেন্দ্র কুমার মুখার্জি সরণী নামে পরিচিত, পূর্বে নং ৭/৩, থিয়েটার রোড নামে পরিচিত)-এর জমিতে ''চন্দ্র কুঞ্জ'' নামক ভবনের ২য় ফ্লোরের পশ্চিম দিকে আনুমানিক ১৫৭৫ বর্গফুট পরিমাপের (ভবনের সাধারণ এলাকাগুলিতে আনুপাতিক অংশের ক্ষেত্রফল সহ) সমস্ত ইউনিট সি, এর সাথে উক্ত প্রেমিসেস-এর খোলা মাঠে খোলা জায়গায় একটি ভারতীয় নির্মিত মোটর গাড়ি পার্ক করার অধিকার সহ। **সম্পত্তি ৫ : শ্রী ওমপ্রকাশ আগরওয়াল, শ্রীমতী সুশীলা দেবী আগরওয়াল এবং শ্রী সরোজ আগরওয়াল-এর নামে** কলকাতার প্রেমিসেস নং ১৭, ক্যামাক স্ট্রিটে ''মোনালিসা'' নামে পরিচিত ভবনের ১১তম ফ্লোরে অবস্থিত মোট ১৬৪৬ বর্গফুট ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং ১১এ এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঢাকা গ্যারেজ সহ সমস্ত ফ্ল্যাট। উক্ত ফ্ল্যাটের **সীমানা নিম্নরূপ :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ১১ডি এবং আংশিক সিঁড়ি, দক্ষিণে : প্রেমিসেস-এর বাইরের দেওয়ালের বহির্ভাগ, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ১১বি, পশ্চিমে : প্রেমিসেস-এর বাইরের দেওয়ালের বহির্ভাগ। **(সমস্ত সম্পত্তি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) i. ৬,৬৭,৪১,৩০০.০০ টাকা (ছয় কোটি সাতষট্টি লক্ষ একচল্লিশ হাজার তিনশো টাকা) ii. ১,৬৪,৮১,৭০০.০০ টাকা (এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ একাশি হাজার সাতশো টাকা) iii. ২,৬১,৭৬,৫০০.০০ টাকা (দুই কোটি একষট্টি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো টাকা) iv. ২,৬১,৪১,৪০০.০০ টাকা (দুই কোটি একষট্টি লক্ষ একচল্লিশ হাজার চারশো টাকা) v. ২,৩৭,৯৪,৫৭৬.০০ টাকা (দুই কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা) খ) i. ৬৬,৭৪,১৩০.০০ টাকা (ছেষট্টি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার একশো ত্রিশ টাকা) ii. ১৬,৪৮,১৭০.০০ টাকা (ষোল লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশো সত্তর টাকা) iii. ২৬,১৭,৬৫০.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ সতেরো হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা) iv. ২৬,১৪,১৪০.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ চোদ্দ হাজার একশো চল্লিশ টাকা) v. ২৩,৭৯,৪৫৮.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ ঊনআশি হাজার চারশো আটান্ন টাকা) গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোঃ) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি পরিমাণ **i. ৬৬,৭৪,১৩০.০০ টাকা** **ii. ১৬,৪৮,১৭০.০০ টাকা** **iii. ২৬,১৭,৬৫০.০০ টাকা** **iv. ২৬,১৪,১৪০.০০ টাকা এবং** **v. ২৩,৭৯,৪৫৮.০০ টাকা** **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে অর্থ যোগ করে জমা দিতে হবে।
২.	ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬ (খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা ক) শ্রী অমল কুমার মণ্ডল, পিতা তারাপদ মণ্ডল, জয়পুর কাজীপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৬	ক) ২৭,৭২,১৭৩.৬২ টাকা (সাতাশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশো তিয়াত্তর টাকা এবং বাষট্টি পয়সা) এবং এর সাথে ০১.১১.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য আরও সুদ ও চার্জ। খ) ০২.০৬.২০২৬ গ) ১৯.০৯.২০২৬	মৌজা-ধনীরামপুর, জেলা/ব্লক-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, জে.এল নং-০৬, এসআরও-গোয়াস, প্লট নং-আর.এস ৩৭৭৪, এল.আর-৪০৩২, আর.এস-৩৭৭৫, এল.আর ৪০৩১, খতিয়ান নং-৮০০৬-এর অন্তর্গত আনুমানিক ৭.৪ ডেসিম্যাল পরিমাপের ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **স্বত্বাধিকারী- অমল কুমার মণ্ডল। উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ :** উত্তরে : শ্যামল কুমার মণ্ডল, দক্ষিণে : আনন্দ মণ্ডল, পূর্বে : অমল কুমার মণ্ডল, পশ্চিমে : রাস্তা। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) ৩২,৬৬,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা) খ) ৩,২৬,৬০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছয়শো টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোঃ) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি পরিমাণ ৩,২৬,৬০০.০০ টাকা BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে অর্থ যোগ করে জমা দিতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ২১.১২.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১.৩০ টা পর্যন্ত, ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯.১২.২০২৬ বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত
অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাবলী :
১. সম্পদগুলি **''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন আছে যা আছে''** এবং **''যা কিছু আছে''** অবস্থায় বিক্রি করা হবে।
২. সংরক্ষিত মূল্যের নীচে সম্পদ বিক্রি করা হবে না।
৩. একক বিডারের ক্ষেত্রে, বিডার/ক্রেতাকে একটি ইনক্রিমেন্ট সহ বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)**-এর মাধ্যমে ''অনলাইন ইলেকট্রনিক মোড''-এ হবে।
৫. পরিষেবা প্রদানকারী **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)**-এর যোগাযোগের বিবরণ যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেইল আইডি **support.BAANKNET@psballiance.com**।
৬. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকদের সাথে পরামর্শ করার পর **০১.১২.২০২৬ থেকে ০৭.১২.২০২৬ তারিখের মধ্যে দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে** সম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৭. সফল ক্রেতা/সর্বোচ্চ বিডারকে সর্বোচ্চ/সফল ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যদি সফল বিডার/ক্রেতা উপরে উল্লিখিত বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁর দ্বারা জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৮. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ, কোনো বিধিবদ্ধ পাওনা/রেট/কর/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ ব্যয়/সরকারি পাওনা/যেকোনো কর্তৃপক্ষের পাওনা ইত্যাদি প্রযোজ্য সমস্ত চার্জ শুধুমাত্র সফল বিডার/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
৯. এটি উপরিউক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের প্রতিও একটি নোটিশ যে, যদি তাঁদের বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা না হয়, তবে উপরে উল্লিখিত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে।
১০. ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এতদ্বারা ই-নিলামের তারিখের আগে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় সহ উপরে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সম্পত্তিটি নিলাম/ব

দেশের উন্নয়নের ধারা বোঝাতে ‘জিটিএ’-র নকশা ব্যবহার মোদীর



নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর: দেশের উন্নয়নের ধারা বোঝাতে গিয়ে এ বার জনপ্রিয় সেই গেমেরই নকশা ব্যবহার করলেন প্রধানমন্ত্রী। কম্পিউটার গেমিং জগতে অন্যতম জনপ্রিয় ভিডিয়ো গেম ‘গ্র্যান্ড থেফট অটো’ (জিটিএ)। বৃহস্পতিবারই সেই গেমের ষষ্ঠ সংস্করণ মুক্তি পেয়েছে। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর সরকার ক্ষমতায় আসার কিছু মাস আগে, ২০১৩ সালের শেষের দিকে বাজারে এসেছিল এর পঞ্চম সংস্করণ। পঞ্চম সংস্করণ থেকে জিটিএ-র ষষ্ঠ সংস্করণ বাজারে আসতে আসতে ভারতে কতটা উন্নতি হয়েছে, সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। অনেকের মতে, তরুণদের মধ্যে জিটিএ-র জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের মন ছোঁয়ার চেষ্টা করছেন তিনি।

জিটিএ-র নকশায় বৃহস্পতিবার সকালে এক্স হ্যান্ডলে একটি ছবি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে লেখেন, ‘ভারত এখন পুরো নতুন এক খেলা খেলছে।’ মোদীর পোস্ট করা ওই ছবিতে লেখা, ‘জিটিএ ৫ এবং জিটিএ ৬-এর মধ্যে ভারত যে ভাবে উন্নত হয়েছে।’ এর পরে আরও বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। তার মধ্যে অর্থনীতি, দারিদ্র দূরীকরণ, স্বচ্ছতা, সৌরশক্তি, মহাকাশক্ষেত্রে স্টার্টআপ, ইন্টারনেটের খরচ, প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ-সহ বিভিন্ন বিষয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৩ সালে কী অবস্থা ছিল এবং এখন কী হয়েছে, তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এর মাধ্যমে এক দিকে যেমন তরুণদের কাছে টানার চেষ্টা করেছেন মোদী, একই সঙ্গে বিঁধেছেন বিরোধীদেরও। ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) নেতৃত্বে তরুণদের সাম্প্রতিক বিক্ষোভে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’। সিজেপি নেতাদের গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন তাঁরা। দিল্লির বিক্ষোভে পুলিশি ধরপাকড়েরও সমালোচনা করেছেন। এ অবস্থায় কংগ্রেস জমানার সঙ্গে নিজের জমানার তুলনা টেনে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী শিবিরকেও চাপে রাখার চেষ্টা করলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

পরমাণু অস্ত্র মুক্ত বিশ্ব গড়ার ডাক জিনপিংয়ের

চিনা প্রস্তাবে রাজি নন ট্রাম্প



বেজিং, ১৯ নভেম্বর: পরমাণু অস্ত্র মুক্ত পৃথিবী গড়ার ডাক দিয়েছেন জিনপিং। তবে ট্রাম্প বুঝিয়ে দিয়েছেন, তা সম্ভব নয়। চিনের শেনজেন শহরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট ধরে সেই বৈঠক চলেছে। বৈঠক শেষে বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেন ট্রাম্প। চিনে তাঁর তিন দিনের সফর শেষ। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বিশ্ব শান্তি, আঞ্চলিক সংঘর্ষ দমন নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদসংস্থা রয়টার্স।

‘এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন’ (এপেক) শীর্ষসম্মেলনে মুখোমুখি হয়েছিলেন আমেরিকা, চিন ও রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানেরা। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আগে জিনপিং ও পুতিনের সঙ্গে আলাদা করে আলোচনা করেন ট্রাম্প। দু’জনকেই ‘বন্ধু’ বলে সম্বোধন করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবারের বৈঠক শুরু হলে তিন জন পৃথক ভাবে সূচনা ভাষণ দিয়েছেন। ট্রাম্প বলেছেন, ‘আমরা সত্যিই একটা ইতিহাস তৈরি করছি। আমাদের তিন জনের অনেক কিছু আলোচনা করার আছে। আলোচনার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, যাবেও না।’

পরমাণু অস্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার প্রস্তাব দেন জিনপিং। বৈঠকে তিনি বলেন, ‘পরমাণু অস্ত্র মানবজাতির মাথার উপরে ঝুলে থাকা খাঁড়ার মতো। তা নিষিদ্ধ করা উচিত এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা উচিত। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত পরমাণু অস্ত্র মুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা।’ পরমাণু যুদ্ধ কখনও জেতা যায় না, মনে করিয়ে দিয়েছেন চিনা প্রেসিডেন্ট। তবে জিনপিংয়ের ডাকে পরমাণু অস্ত্র মুক্ত বিশ্ব গড়ার ডাকে অন্যেরা কতটা সায় দেবেন, স্পষ্ট নয়। ট্রাম্প বলেই দিয়েছেন, ‘পরমাণু অস্ত্র এক বার যদি তোমার হাতে চলে আসে, সেটা আর সঙ্গে না-রাখা কঠিন। এ ভাবেই জীবন চলে।’

তিন রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকে আঞ্চলিক শান্তি এবং ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গ টানেন পুতিন। তাঁর মতে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক সংঘাতগুলির নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই তিন রাষ্ট্রের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। তার মধ্যে ইউক্রেনের সংঘাতও অন্যতম। জিনপিং অবশ্য ইউক্রেনের প্রসঙ্গ তোলেননি। তিনি বৈঠকে বলেছেন, ‘ইতিহাস সাক্ষী, যখন বিশ্বের বড় শক্তিগুলির মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকে, তখন পৃথিবী জুড়ে শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু বড় শক্তিগুলির মধ্যে সংঘাত তৈরি হলে গোটা বিশ্বে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়।’ একাধিক চিনা সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বৃহস্পতিবারের বৈঠকের সভাপতিত্ব করেছেন জিনপিং।

আন্তর্জাতিক ভূরাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ট্রাম্প-পুতিন-জিনপিংয়ের এই বৈঠক থেকে বড় কোনও সমঝোতা সূত্র বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা কম। ইউক্রেন, ইরান, পরমাণু অস্ত্র কিংবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে সব পক্ষের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। তবে তিন বড় শক্তি একত্রিত হয়ে বিশ্ব মঞ্চে সম্প্রীতির বার্তা দিল। তার তাৎপর্য কম নয়।

আবার এই তিন রাষ্ট্রপ্রধানকে একসঙ্গে দেখে তুলনামূলক ছোট দেশগুলি উদ্বিগ্ন। তারা অনেকেই আঞ্চলিক স্বার্থ উপেক্ষিত হবে বলে আশঙ্কা করছে।

অখিলেশের মিছিলে বুলডোজারে পিষে মৃত্যু বিজেপি নেতার ছেলের

লখনউ, ১৯ নভেম্বর: উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের ‘পিডিএ রথ যাত্রা’ চলাকালীন বড় দুর্ঘটনা। তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য আনা একটি বুলডোজারে পিষে মৃত্যু হল এক নাবালকের। নাবালকটি স্থানীয় বিজেপি নেতার ছেলে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে যোগীরাজ্যে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। সপা নেতার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিক্ষোভে নেমেছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতা বলেন, ‘পুলিশের তরফ থেকে খবর পেয়ে তড়িঘড়ি আমি ঘটনাস্থলে পৌঁছই। ছেলের মুখ হাঁ হয়ে ছিল, পাশে একটি পাইপ পড়ে ছিল। সারা শরীর ছিল রক্তে ভেজা। মাথার পিছনে ছিল গভীর ক্ষত। চিকিৎসকরা ছেলেকে সিপিআর দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।’ গোটা ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। মৃতার বাবা অখিলেশের বিরুদ্ধে খুনের মামলার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, তিনি রাজ্য সরকারের কাছেও কড়া পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত কিশোরের নাম আর্যবর্ধন সিং (১৪)। সে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল। তার বাবা ওঙ্কার সিং শ্রীনেত গোরক্ষপুরে বিজেপির ‘নির্বাচন কমিশন যোগাযোগ বিভাগ’-এর সঙ্গে যুক্ত। ওঙ্কারের দাবি, বুধবার দুপুর ২টো নাগাদ অখিলেশের কনভয় ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ওই কিশোর তার বোনকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার জন্য রাস্তা পার হচ্ছিল, ঠিক তখনই পিছন থেকে তাকে পিষে দেয় বুলডোজার। ওঙ্কার জানান, বুলডোজারটি অখিলেশের ‘পিডিএ রথ যাত্রা’র অংশ ছিল। মিছিলে সেটি ফুল ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছিল। অখিলেশের কনভয় চলে যাওয়ার পর সেটি দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসে। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বিজেপি নেতার পুত্রের। আহত হয়েছেন চালকও। দুর্ঘটনায় কার্যত দায় এড়িয়েছেন অখিলেশ। তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তাছাড়া, প্রশাসন কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। বিজেপির লোকজন যে কোনও ব্যক্তিকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিতে পারে।’ একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ফায়ারডিটেকশন-অ্যালার্ম, তারিখ ঃ ১৮.১১.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার , পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ফায়ারডিটেকশন-অ্যালার্ম**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/ সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে অ্যাসপায়ারেশন টাইপ অগ্নি নির্ণায়ক এবং বিপদঘণ্টার ব্যবস্থা করার কাজ। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৮,৯৭,৮৭,৫৬৩.৯৩ টাকা। **বায়না অর্থ/ দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১৭,৯৫,৮০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৫৭ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ২৭.১১.২০২৬। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.১২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps. gov.in**

HWH-448/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ময়দান

বুমরাহর একা লড়াইয়েও ওয়েলিংটনে চালকের আসনে নিউজিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়েলিংটন টেস্টের প্রথম দিনেই বড়সড় ধাক্কা খেল ভারত। দিনের শুরুতে যে দাপট দেখিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া, দিনের শেষে সেই ছবিটাই যেন সম্পূর্ণ বদলে গেল। একসময় মাত্র ৭০ রানের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিল ভারতীয় বোলাররা। কিন্তু সেখান থেকে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন কিউয়িদের। প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় নিউজিল্যান্ডের স্কোর পাঁচ উইকেটে ২৪৩। ক্রিজে দুই অপরাজিত ব্যাটার হেনরি নিকোলস এবং গ্লেন ফিলিপস। দু’জনের ব্যাটেই বড় রানের ইঙ্গিত। ফলে দ্বিতীয় দিন শুরু হওয়ার আগেই বেশ কিছুটা ব্যাকফুটে ভারত। আর এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই উঠতে শুরু করেছে দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন। মহম্মদ সিরাজ এবং রবীন্দ্র জাদেজার মতো অভিজ্ঞদের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত কি শেষ পর্যন্ত বড় ভুল হয়ে দাঁড়াল?

টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। ওয়েলিংটনের সবুজ পিচ এবং আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তকে যথেষ্ট যুক্তিসংগত বলেই মনে হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল, নতুন বলের সুবিধা কাজে লাগিয়ে শুরুতেই নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং অর্ডারে ধস নামানো। প্রথম কয়েক ঘণ্টায় সেই পরিকল্পনা যে একেবারেই ভুল ছিল না, তা প্রমাণ করে দেন জশপ্রীত বুমরাহরা। তবে শুরুটা যতটা ভালো হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারল না ভারত।

নতুন বলে কার্যত আগুন ঝরান বুমরাহ। তাঁর নিয়ন্ত্রিত লাইন-লেংথ এবং সুইং সামলাতে রীতিমতো সমস্যায় পড়েন কিউয়ি ব্যাটাররা। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে নিউজিল্যান্ড। মাত্র ৫২ রানের মধ্যেই চার উইকেট চলে যায় তাদের। এরপর দলের রান ৭০ ছোঁয়ার আগেই পঞ্চম উইকেটের পতন। বুমরাহ একাই তুলে নেন তিনটি উইকেট। বাকি দু’টি উইকেটের মধ্যে একটি করে পান অংশুল কম্বোজ এবং



আকাশদীপ। লেথাম থেকে শুরু করে রবীন্দ্র, মিচেল, প্রথম দিকের ব্যাটারদের কেউই ক্রিজে থিতু হতে পারেননি। তখন মনে হচ্ছিল, বড়সড় ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়তে চলেছে নিউজিল্যান্ড।

কিন্তু ক্রিকেট যে অনিশ্চয়তার খেলা, তা আরও একবার প্রমাণিত হল। নতুন বলের ধার কিছুটা কমতেই পালটা লড়াই শুরু করলেন কিউয়ি ব্যাটাররা। প্রথমে দলের হাল ধরলেন হেনরি নিকোলস। বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে কোনওরকম তাড়াহুড়ো না করে নিজের ইনিংস সাজাতে শুরু করেন তিনি। উইকেট ধরে রাখার পাশাপাশি সুযোগ বুঝে রানও তুলতে থাকেন। পরে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন গ্লেন ফিলিপস। দুই ব্যাটারের জুটি ক্রমশ ভারতের বোলিং আক্রমণের ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করে।

শুরুতে ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে কিছুটা সতর্ক থাকলেও সময় যত গড়িয়েছে, ততই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন নিকোলস এবং ফিলিপস। একদিকে নিকোলস নিজের শতরান পূর্ণ করেন, অন্যদিকে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিতে থাকেন ফিলিপস। দিনের শেষে নিকোলস অপরাজিত ১১৩ রানে। অন্যদিকে ফিলিপসের সংগ্রহ ৯৪। অর্থাৎ, দুই ব্যাটারই বড় ইনিংসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তাঁদের জুটি ভাঙতে না-পারলে দ্বিতীয় দিন নিউজিল্যান্ড যে আরও বড় রানের দিকে এগোবে, তা বলাই যায়।

ভারতের সবচেয়ে বড় চিন্তার জায়গা বোলিং বিভাগের ভারসাম্য। বুমরাহ ছাড়া বাকি বোলারদের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নতুন বলে উইকেট এলেও পুরনো বলে প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের চাপে রাখার মতো ধারাবাহিকতা দেখা যায়নি। আর সেখানেই সামনে চলে আসছে দল নির্বাচনের প্রসঙ্গ। অভিজ্ঞ মহম্মদ সিরাজকে কেন প্রথম একাদশে রাখা হল না, সেই প্রশ্ন উঠছে। অতীতে বিদেশের মাটিতে একাধিকবার নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন সিরাজ। বিশেষ করে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দীর্ঘ স্পেলে বল করার ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। পুরনো বলেও বিপক্ষের ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলতে পারেন তিনি। অথচ এমন গুরুত্বপূর্ণ টেস্টে তাঁকে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

একই ভাবে রবীন্দ্র জাদেজার অনুপস্থিতিও ভাবাচ্ছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডার শুধু স্পিন দিয়েই নয়, ব্যাট হাতেও দলকে ভরসা দিতে পারেন। পিচ থেকে স্পিনাররা সাহায্য না পেলেও তাঁর নিয়ন্ত্রিত বোলিং প্রতিপক্ষের রান তোলার গতি আটকে রাখতে পারে। অথচ এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাসকরও দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ফলে দ্বিতীয় দিনের আগে ভারতীয় শিবিরের সামনে এখন একটাই চ্যালেঞ্জ যত দ্রুত সম্ভব নিকোলস ও ফিলিপসের জুটি ভাঙা। নতুন বল হাতে বুমরাহর দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে দলকে। তবে শুধু একজন বোলারের ওপর নির্ভর করে টেস্ট জেতা যে কঠিন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রথম দিনের শেষ সেশনে যে ছবিটা দেখা গেল, তাতে ভারতের দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরাল হচ্ছে। শুরুতে দাপট দেখিয়েও শেষ পর্যন্ত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া করার পিছনে কি সিরাজ-জাদেজাকে বাইরে রাখার সিদ্ধান্তই দায়ী? উত্তর দেবে দ্বিতীয় দিনের খেলা।

বিশ্ব দাবায় জয়লাভ এরিগাইসি-প্রজ্ঞানন্দের





নিজস্ব প্রতিবেদন: টোটাল দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেলেন ভারতের দুই গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাইসি ও আর প্রজ্ঞানন্দ। টাইব্রেকারে নেদারল্যান্ডসের জর্ডেন ভ্যান ফোরেস্টকে হারিয়ে বাজিমাত করলেন এরিগাইসি। অন্যদিকে, উজবেকিস্তানের নোদিরবেক আবদুসাত্তোরভকে পরাজিত করে পরবর্তী রাউন্ডে জায়গা করে নিলেন প্রজ্ঞানন্দ।

এরিগাইসির লড়াই ছিল বেশ নাটকীয়। প্রথম দিনের ম্যাচে ১১.৫-৮.৫ পয়েন্টে জিতলেও দ্বিতীয় দিনে ১২-৮ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে সমতা ফেরান ভ্যান ফোরেস্ট। ফলে টাইব্রেকারে গড়ায় লড়াই। সেখানে কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলতে নেমে প্রথম দিকে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন ডাচ দাবাড়ু। কিন্তু ৩৪তম চালে ভুল করে বসেন তিনি। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জয় নিশ্চিত করেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। এবার নবম স্থান নির্ধারণী ম্যাচে আর্মেনিয়ার হাইক এম মার্তিরোসিয়ানের মুখোমুখি হবেন এরিগাইসি।

অন্যদিকে, প্রজ্ঞানন্দের জয়ও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আবদুসাত্তোরভের বিরুদ্ধে দ্রুতগতির ক্লাসিক্যাল ম্যাচের আগে ৩.৫-৮.৫ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু কালো ঘুঁটি নিয়ে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে দিনের ফল ১১.৫-৮.৫ করেন।

এবার ২১তম স্থান নির্ধারণী ম্যাচে অভিমন্যু মিশ্রের বিরুদ্ধে খেলবেন ভারতীয় তারকা। প্রজ্ঞানন্দের এই জয়ে নিজের বোন আর বৈশালীর বিরুদ্ধে খেলার সম্ভাবনাও আপাতত এড়ানো গিয়েছে।

সব মিলিয়ে কঠিন পরিস্থিতি থেকে দুই ভারতীয় দাবাড়ুর প্রত্যাবর্তন প্রতিযোগিতায় নতুন করে আশা জোগাচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-টিএসআর-বিডিসি-২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৭.১১.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার , পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-টিএসআর-বিডিসি- ২৬-২৭**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/ সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসন-নিম্নলিখিতের পরিপ্রেক্ষিতে এস অ্যান্ড টি-র কাজ ঃ শিডিউল এ - কাটোয়া-আজিমগঞ্জ এবং ব্যাণ্ডেল - কাটোয়া (ডাউন) -এর বিশদ এস অ্যান্ড টি সাব- এস্টিমেট - টিএসআর (পি) - ২২.৮৭৬ টিকেএম। শিডিউল বি - হাওড়া ডিভিসনের বিশদ এস অ্যান্ড টি সাব-এস্টিমেট - সিটিআর (পি) - ১০.৯৫৪ টিকেএম। শিডিউল সি - হাওড়া ডিভিসনের বিশদ এস অ্যান্ড টি সাব-এস্টিমেট - টিএসআর (পি) - ১৩.৯৯২ টিকেএম। শিডিউল ডি - হাওড়া ডিভিসনের বিশদ এস অ্যান্ড টি সাব-এস্টিমেট - টিআরআরপি শেওড়াফুলি - বিষ্ণুপুর এসএল ৩৫.৫৮৮ - ৩৭.০৮৮ = ১.৫০০ টিকেএম। শিডিউল ই - হাওড়া ডিভিসনের বিশদ এস অ্যান্ড টি সাব-এস্টিমেট - টিআরআরপি বালি - শক্তিগড় ডাউন ২ এসএল ১৪.৮৭১ -১৬.০ = ১.১২৯ টিকেএম। শিডিউল এফ - হাওড়া ডিভিসনের বিশদ এস অ্যান্ড টি সাব-এস্টিমেট - টিআরআরপি বালি - শক্তিগড় আপ কর্ড ৭৫.৫৯৫ -৭৬.২২৫ = ০.৬৩০ টিকেএম, ৩য় লাইন ৭৯.৫৮৯ - ৮০.২৬০ = ০.৬৭১ টিকেএম। শিডিউল জি - হাওড়া ডিভিসনের বিশদ এস অ্যান্ড টি সাব-এস্টিমেট - টিআরআরপি শেওড়াফুলি - বিষ্ণুপুর এসএল ১১০.৬০০ - ১১২.০০০ = ১.৪০০ টিকেএম। শিডিউল এইচ - হাওড়া ডিভিসনের বিশদ এস অ্যান্ড টি সাব-এস্টিমেট - টিআরআর (পি) ঃ শেওড়াফুলি - বিষ্ণুপুর এসএল ১০৯.২০০ - ১১০.৬০০ = ১.৪০০ টিকেএম। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,৩৮,৪১,৩৩১.৪৯ টাকা। **বায়না অর্থ/ দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ২,৭৬,৮০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.১১.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ২৭.১১.২০২৬। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.১২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps.gov.in** HWH-450/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)

NIeT No. M-10/DR-2/665, Date:05.11.2026

NIet is invited into two parts for Municipal Tank @ Sewerage Treatment plant Situated at Jagatdal, Ward no.15 for a period of 3 (three) years from **07.12.2026 to 06.12.2029.** Last date of submission of tender is **28.11.2026 at 3:00 pm.** Details may be seen in **"wbtenders.gov.in"** and **"bhatparamunicipality.gov.co.in"**

Sd/- Administrator/Executive Officer, Bhatpara Municipality.

Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Belur Math

Notice for E-Tender with Tender Ref. No. Publishing Date: 20-11-2026

(1) **Renovation of Hostel Building (RKMSM/eTender/142/61/26-27)**
(2) **Purchase of Heavy Duty Cleaning Machine (RKMSM/eTender/142/62/26-27)**
(3) **Procurement of Journals including free online access (RKMSM/eTender/142/63/26-27)**
(4) **Purchase of DrillBit Pro Anti-Plagiarism Software (RKMSM/eTender/142/64/26-27)**

Visit on: https://tenders.wb.gov.in

TENDER

Sealed Tenders are invited by the Executive Assistant, Natidanga-II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Thanarpara, Nadia. **NIT NO. 01/Nati-II/16th CFC/ 2026-27,** Last date of application **18.11.2026 up to 2.00p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Executive Assistant, Natidanga- II Gram Panchayat.

THUPSARA GRAM PANCHAYET

e-TENDER NOTICE

E.A ,Thupsara Gram Panchayet, Birbhum on behalf of Governor West Bengal invites **e-NIQ No-01/TGP/2026-27 dt 18/11/26 , Tender ID: - 2026_ZPHD_5086943 (2 Nos Works)** for Development works. Works details will be available in the https://tenders.wb.gov.in

Sd/- E.A Thupsara Gram Panchayet

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED



This is the photograph of **Ranjana Bera,** Husband's Name - **Subhendu Bera,** of Vill - Purba Chak, PO - Teorkhali, PS - Bhupatinagar, Dist - Purba Medinipur, WB, Who has been missing since 16.09.2026, at about 01.00 hrs, Residential area under PS - Bhupatinagar, Description of this Missing person is: **Age** - 21 Years, **Height** - 5 Feet 5 Inches, **Complexion** - Fair, **Wearing** - Blue Saree, Saya, Blouse with chappal, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.

ICA-D 1764(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

NOTICE INVITING e-TENDER

e-tender are invited by the Commissioner of Police, Bidhannagar on behalf of the Governor of West Bengal, online bids from eligible and experienced manufacturers / authorised dealers / suppliers for supply, delivery and installation, wherever applicable, of gymnasium equipment for the Police Stations and Unit Headquarter under Bidhannagar Police Commissionerate, in accordance with the advisory list issued by the West Bengal Police Directorate and subject to the terms and conditions of this Notice Inviting e-Tender (NIT).E-tender Notice No. WBBDN/CP/NIT-01/Gym (Equipments)/RI/BDN PC/2026-2027. Tender ID 2026_WBPC_1049226 _1. E-tender Notice No. Tender ID Remarks WBBDN/CP/NIT-01/Gym (Equipments)/RI/BDN PC/2026-2027 2026_WBPC_1049226 _1. For details see website https://wbtenders.gov.in Closing date (Online) 07/12/2026 on Monday at 17:00 hrs. Relevant documents may be downloaded online from 17/11/2026 on Tuesday at 11:00 hrs. Sd/-Joint Commissioner of Police (HQ) Bidhannagar.

ICA- T20042(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 13/SE(Cons.)/E&AM/KMDA of 2026-27
Tender ID: 2026_KMDA_1049313_1

Online e-tender is invited by the Superintending Engineer, Construction Circle, E&

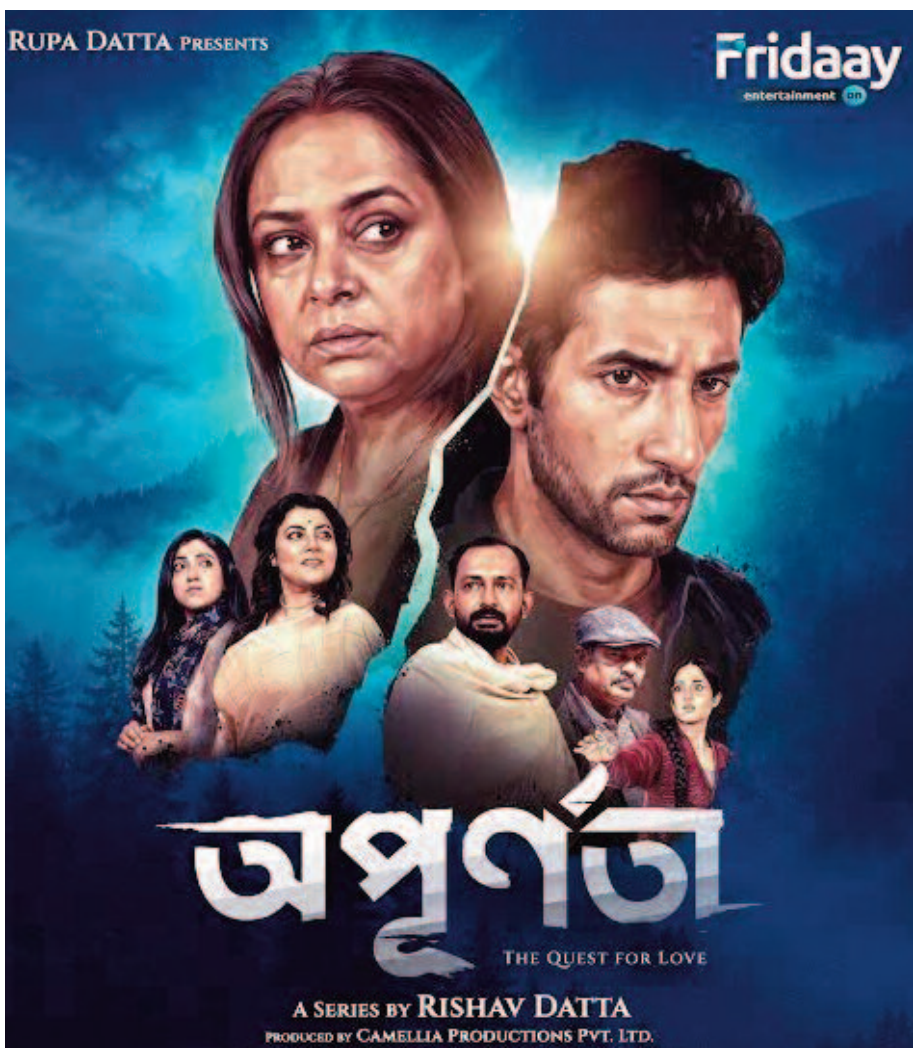


একদিন বায়োস্কোপ



‘অপূর্ণতা’ যেন মৃত্যুর গণ্ডি অতিক্রান্ত এক প্রেমের গল্প

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়



বিশ্বচরাচরে এমন কিছু প্রেমের কাহিনী রয়েছে যার জীবনের অন্তিম সত্য অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথে সমাপ্তি ঘটে না। বরং সময়স্রোতে বহমান থাকে উত্তরের অপেক্ষায়। গত ১৬ অক্টোবর ‘ফ্রাইডে’ (ছত্মথথা) প্ল্যাটফর্মে মুক্তি প্রাপ্য এই ঋষভ দত্তে পরিচালিত বাংলা ওয়েব সিরিজ ‘অপূর্ণতা’ খানিকটা এই ধ্যান ধারণাকেই প্রতিফলিত করেছে। এখানে গল্প রোমান্স, রহস্য, স্মৃতি এবং পুনর্জন্মের এক সংমিশ্রণের মাধ্যমে এই কৌতুহল সমন্বিত উদ্দীপক ধারণাটির ই খোঁজে লিপ্ত। এই সিরিজটিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে ঋষভ বসু, বিদিপ্তা চক্রবর্তী, শঙ্কর দেবনাথ, দুর্বার শর্মা, স্বরলিপি ঘোষ, অঙ্কিতা দাস প্রমুখকে।‘অপূর্ণতা’-র কেন্দ্রীয় আকর্ষণ হলো একটি অনুপম সচরাচর ব্যতিক্রমী প্লট। গল্পে দেখা যায় কলকাতা ছেলে শাওন প্রায়শই একটি স্বপ্ন দেখে , যেখানে সে পাহাড়ের থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে। সিকিমে তার যাত্রা এবং সেখানে চূর্ণির বাড়িতে পৌঁছানোর ঘটনাটি ক্রমশ অস্বস্তি সূচ অভিজ্ঞতা টেনে আনে। বাড়ি এবং বাড়ি সংলগ্ন পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তার কাছে অদ্ভুতভাবে পরিচিত মনে হতে থাকে। আরও কৌতূহলজনক বিষয় হলো, চূর্ণির মা নন্দিনী, শাওনের মধ্যে তার বহু আগে হারিয়ে যাওয়া প্রেমিক অয়নের ছায়া খুঁজে পেতে শুরু করেন। এখানেই সিরিজটি একটি আবেগ মাখা প্রশ্ন দর্শকদের সামনে এনে উপস্থাপনা করে যে প্রশ্ন মুহুর্মুহু বলে চলে যে প্রেম, স্মৃতি এবং আবেগীয় সংযোগ কি জীবন এবং মৃত্যুর সীমানা অতিক্রম করে যেতে পারে? পরিচালক

ঋষভ দত্ত এমন একটি বিষয় নির্বাচন করার জন্য অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার, যেখানে পুনর্জন্মের রহস্যের সঙ্গে একটি অসম্পূর্ণ প্রেমের কাহিনীর তীব্র আবেগ জড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র প্রথাগত রোমান্টিক ঘরানার ওপর প্রবল ভাবে নির্ভরশীল না হয়ে এই আখ্যানটি অতীত ও বর্তমানের জটিল সম্পর্ককে উত্থাপনের প্রতিষ্ঠাতা চালিয়েছে।

সিকিমের পটভূমি এই ওয়েব সিরিজে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মনোরম পার্বত্য দৃশ্য দর্শকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম।

শাওনের ভূমিকায় ঋষভ বসুর অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসনীয়। তিনি বরাবরই অভিনয়ের ক্ষেত্রে নিজের সবটুকু উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং এক্ষেত্রে তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। নন্দিনী সম্ভবত সবচেয়ে আবেগঘন চরিত্রগুলোর একটি। প্রবর্তীর অভিনয় যথার্থ। তার অভিনয় অত্যন্ত সুচারু।অতীতের সঙ্গে তার সংযোগ এবং শাওনের মধ্যে আয়ানকে দেখতে পাওয়ার বিষয়টি গল্পের আবেগঘন ভিত্তিকে মজবুত করে তোলে।অভিনেতা শঙ্কর দেবনাথ এর উপস্থিতি গল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে প্রবীণ অভিনেতা হিসেবে তার অভিনয় যথাযথ। তিনি যতটুকু জায়গা পেয়েছেন ততটুকু তিনি নিজেকে মেলে ধরেছেন।

স্বরলিপি ঘোষ এর অভিনয় অভিজ্ঞ অভিনেতা অভিনেত্রীদের পাশে যথেষ্ট মানানসই। এই সিরিজে তার অভিনয় বেশ পরিণত। অঙ্কিতা দাস ও দরবার শর্মা সহ অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রগুলো পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, যা রহস্যের উন্মোচনে মূল ভূমিকা পালন করে। অবশ্যই অন্যান্য ওয়েব সিরিজের মত এই গল্পেরও কিছু নেতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক রয়েছে। ইতিবাচক দিকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় গুলি হল

পুনর্জন্ম, স্মৃতিচারণা এবং অসমাপ্ত ভালোবাসাকে বেষ্টন করে কাহিনীটি একটি ভিন্নধর্মী ধারণা।সিকিমের পটভূমি গল্পটিতে একটি চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম।রোমান্স, মনস্তাত্ত্বিক রহস্য এবং পারিবারিক সম্পর্কে র মিশেল দর্শকদের ভালো লাগবে। স্বাভাবিকভাবেই ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পুনর্জন্ম বা জাতিস্মরের কনসেপটিতে খুব একটা নতুনত্ব নেই। রহস্যের সমাধানটি যেন বড্ড সহজ হয়ে গিয়ে ফুটে উঠেছে এই সিরিজে। চরিত্র গুলির অভিনয় ভালো হলেও চরিত্রগুলিকে সাজানো খুব একটা মজবুতভাবে হয়নি। গল্পের মাত্রাতিরিক্ত ব্যাখ্যা, একঘেয়েমি সৃষ্টি করতে পারে। তবে সব মিলিয়ে কয়েক ঘণ্টা উপভোগ করার জন্য এই ওয়েব সিরিজটি যথেষ্ট মনোরম।

রাবণের মা, মন্থরার মন্ত্রণা, জটায়ুতে শেষ নিতেশের, রামায়ণ



সুবল সরদার

পার্ট ওয়ান - পর্যালোচনা

ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এত বড় ক্যানভাস আগে আসেনি। এখানে বেতের পোশাক,বাকল, খড়ম, সাধারণ সুতির শাড়ি ; এই আদিম পোশাকই দর্শকের মন টানে। পরিচালক ইচ্ছে করেই ঝলমলে পোশাক সরিয়ে সময়কে তুলে ধরেছেন।

ছবির মূল ভিত্তি; দুই মায়ের যুদ্ধ

একদিকে রাবণের মা কৈকসী। রাক্ষসরাজ সুমালীর মেয়ে। রাজা ইন্দ্রদেবের কাছে হেরে লঙ্কা হারা। প্রথমেই যুদ্ধ দিয়ে শুরু। এক নারীর লোমহর্ষক যুদ্ধ পরিচালনা । বিস্ময় উদ্রেক করে। তারপর রাবণ আসে। দেবতা-দানবের যুদ্ধের শুরু।

অন্যদিকে ভরতের মা কৈকেয়ী ও মন্থরা। মন্থরা শুধু দাসী নন, তিনি মন্ত্রণাদাতা। তাঁর মন্ত্র ; ক্ষ্মতোর ছেলে ভরতের কী হবে?ক্ষ্ম এই ভয় থেকেই রামের বনবাস।

পরিচালক তিনটি পৃথিবী দেখিয়েছেন। প্রথম, অরণ্য জীবন, যেখানে শান্তি ছিল না। দ্বিতীয়, রাজ-বৈভব ও ঋষি-ক্ষমতা। তৃতীয়, যুদ্ধই গল্পের পটভূমি। যুদ্ধের আদিমতম রূপ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তার উদাহরণ রামায়ণ। মনে হয় পৃথিবীর সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। মানুষের মনে এত আকাশ বোঝাই হিংসা ছিল!

সীতার স্বয়ম্বর সভা। বীর রাজাদের আমন্ত্রণ। হরধনু উত্তোলন। শক্তি প্রদর্শন। শক্তিই রূপের এক রূপ সেই কথা বলে। এই হরধনু অন্য কেউ তুলতে পারে, সে রামের মতো রূপবান নাও হতে পারে।

তারপর বনে রাম-রাবণের যুদ্ধ। রাবণের সেনাদের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের যুদ্ধ। সীতার অস্ত্র চালনা দর্শকের মন নাড়া দেয়।

এই ছবিতে অস্ত্র মানে তলোয়ার, তীর-ধনুক, বর্শা-ঢাল যার কাছে বর্তমান নিউক্লিয়ার যুদ্ধ হার মানে। রাবণের পুষ্পক রথ, আকাশ পথে জটায়ুর সঙ্গে যুদ্ধ। পৃথিবীর তাল, ছন্দ হারিয়ে যায়। সব মিলিয়ে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। মনে হয় অশান্তির বীজ অঙ্কুরোদগম হয়েছিল পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকেই।

রাবণ (যশ) সাধুর বেশ

মারীচ মায়াবী সোনার হরিণ

শূর্পণখা (রাকুল প্রীত) মোহিনী রূপে রামের কাছে প্রেম নিবেদন। জমজমাট প্লট। এখানে মানুষের মনের শুভ-অশুভ দুই গুণ প্রকাশ করে।

এখানেই ভালো লাগা ; সুন্দরের সঙ্গে সুন্দরের যুদ্ধ। রাবণ সুন্দর ও জ্ঞানী, রাম সুন্দর ও ধার্মিক।

এখানে রাবণকে শুধু রাক্ষস ও রামকে অযথা হিরো করা হয়নি। ভাবনায় নতুনত্ব আছে, সেখানেই রাবণের বীরত্ব রামের থেকে কোনো ভাবেই ছোট বলে মনে হয়নি। রামের মহিমা যতো বেশি বেড়েছে ততো বেশি রাবণ মহিমান্বিত হয়েছে।

‘রামায়ণ’ ছবির নেপথ্যে শিল্পনির্দেশক বাঙালি জুটি

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

আপনারা জানেন ইতিমধ্যে সদ্য মুক্তি পেয়েছে নিতেশ তিওয়ারির পরিচালিত হিন্দি ছবি ‘রামায়ণ।’ বিশাল শোরগোল পড়েছে এই ছবির মুক্তির পরই।এখন দেশ ছড়িয়ে বিদেশে ‘রামায়ণ’ কতটা সাফল্য ও জনপ্রিয়তার এনে দেয় আমরা তারই অপেক্ষায়। এই ছবিতে মিশেছে বলিউড ও হলিউড। কিন্তু মহাকাব্যিক এই সেটের নেপথ্যে রয়েছেন বাঙ্গালী জুটি সুব্রত চক্রবর্তী এবং অমিত রায়। এই মেগা বাজেটের ছবি রামায়ণ পার্ট ওয়ান এর ছবি নিয়ে কোনো কথা বলব না। বলবো এর ভিএফএক্স নিয়ে। কারণ এই ছবির পাশাপাশি মহাকাব্যিক সেট ডিজাইন নিয়ে আলোচনা চলছে জোরকদমে। যার নেপথ্যে ছিলেন এই অমিত রায় এবং সুব্রত চক্রবর্তী জুটি।

কে এই সুব্রত চক্রবর্তী? সুব্রত চক্রবর্তীর শিকড় কলকাতায় হলেও বহু বছর তিনি মুম্বাই নিবাসী। ১৯৯৯ সালের রবীন্দ্রভারতী থেকে মাস্টার করে সেই বছরই তিনি মুম্বাই চলে যান। মুম্বাইয়ে আর পাঁচ জনের মত তার স্ট্রাগল ছিল। এক দেড় বছরের মধ্যেই তিনি সমীর চন্দ কে পেয়ে যান। ১১ বছর তাকে অ্যাসিস্ট করেন। সঙ্গে ছিলেন অমিত রায় ও। সমীরদা গত হওয়ার পর সুব্রত চক্রবর্তী এবং অমিত রায় নিজের একটি সংস্থা বানান। যারা প্রায় ১৪- ১৫ বছর ধরে ইনডিপেন্ডেন্ট ছবি করেন।যার মধ্যে আছে ৭০ টির বেশী স্বাধীন কাজ।

রামায়ণের আগে অনেক বড় বড় ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। যেমন ‘পদ্মাবত’ ‘গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়ারী’ ‘, ‘ডাংকি ‘,’ তলোয়ার ,’উড়তা পাঞ্জাব’ এর মত ছবিতে সেট ডিজাইনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু রামায়ণের সঙ্গে যুক্ত থাকা তাকে কতটা বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে পেরেছে আসুন তারই সাত সাতাত্তর বিষয় নিয়ে সুব্রত চক্রবর্তীর চিন্তাভাবনা ও প্রকাশ ভঙ্গিমার ঘরে পায়চারি করে আসি।

রামায়ণ ওদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ এখানে এমন মিথলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যা মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। আসলে ছোটবেলায় যে মহাকাব্যিক পরিবেশে তার তাদের বেড়ে ওঠা বা বড় হওয়া, তারই বিশাল বেঞ্চমার্ক এই কাহিনী। এর আগেও ‘সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহান’ করেছিলেন। যার পরিচালক ছিলেন ডঃ চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী। তার কাছ থেকে সুব্রতবাবুরা ভিডিও স্থাপত্যের অথেনটিসিটি শিখেছিলেন। এ কাজে তিনি পেয়েছিলেন অনিকেত মিত্রকেও। এর আগেও সঞ্জয় লীলা বনসালির মত পারফেকশনিস্টের সঙ্গে তিনি



বিশাল শোরগোল পড়েছে এই ছবির মুক্তির পরই। এখন দেশ ছড়িয়ে বিদেশে ‘রামায়ণ’ কতটা সাফল্য ও জনপ্রিয়তার এনে দেয় আমরা তারই অপেক্ষায়। এই ছবিতে মিশেছে বলিউড ও হলিউড। কিন্তু মহাকাব্যিক এই সেটের নেপথ্যে রয়েছেন বাঙ্গালী জুটি সুব্রত চক্রবর্তী এবং অমিত রায়। এই মেগা বাজেটের ছবি রামায়ণ পার্ট ওয়ান এর ছবি নিয়ে কোনো কথা বলব না। বলবো এর ভিএফএক্স নিয়ে। কারণ এই ছবির পাশাপাশি মহাকাব্যিক সেট ডিজাইন নিয়ে আলোচনা চলছে জোরকদমে।

কাজ করেছিলেন। মানে ‘ পদ্মাবত ‘ এর মত ছবির গ্যাঞ্জার, অথেনটিসিটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সেখানে তার পুরো টিম ম্যাগনাম ওপাসের সঙ্গে এই প্যাকেজ নিয়ে আলোচনায় বসেন। সততা, একনিষ্ঠতা কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে সমীর চন্দ সুব্রত চক্রবর্তীদের ট্রেন্ড করেছিলেন।

রামায়ণের পুরো বিষয়টাই ভারতীয়করণ করা হয়েছে। যেখানে প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল,বিউটিফুল বিষয়ও ছিল। কিন্তু তার মধ্যে একশো শতাংশ অথেনটিসিটি আসে ডিজাইনে, ড্রইংয়ে। যেটা পরিচালকের খুবই পছন্দ হয়। হলিউডের র‍্যামসে ও ডেভিসের প্রচন্ড পছন্দ হয়। যাদের যদিও কেউ ভারতে না আসলেও ভারতের এই ভাবনার অবকাশকে প্রচন্ড পছন্দ করে বসেন। সুতরাং তারা যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন সুব্রত চক্রবর্তী এবং অমিত রায়রা সেই চ্যালেঞ্জকে অ্যাকসেপ্ট করেন। এবং তারা তাদের কাজে উত্তরণ ঘটিয়ে একটা অন্য লেভেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। থ্রিডির মত নির্দিষ্ট মাপে সেটের কাঠামো করতে হয়। প্রথমে ওরা যেটা চাইছিলেন অর্থাৎ মূল কাঠামো না বদলে এলিমেন্ট পাল্টানোর বিষয়। তারই মধ্যে নান্দনিক অ্যাসপেক্ট এর মিশ্রণ ঘটানো হয়। যেটা করে দেখিয়েছেন এই সুব্রতবাবু রা।

অমিত রায় ও সুব্রত চক্রবর্তী নেতৃত্বে প্রায় ৩০০ জন ছিলেন এই রামায়ণ ছবির কাজে। ছিলেন আর্ট ডিরেক্টর সহ ৩০ থেকে ৪০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট। রুপম পাল, পল্লবী, নিখিলরা এখানে কাজ করেছেন। যারা বর্তমানে স্বনামেই পরিচিত। হলিউডের ভিএফএক্স টিম ও ভারতীয় ভিএফএক্স টিম মিলেমিশে কাজ হয়েছে এই ছবিতে। ছবিতে একটি ব্রিজ তৈরির কথা বলা হয়েছিল। পিয়ানিজ বলে একটি সফটওয়্যার এই কাজ করতে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে তাদের। সেই কাজ শিখতে এবং করতে সময় লেগেছে প্রায় দেড় বছর। তবে সুব্রত বাবু ও অমিত রায়রা স্বীকার করেন সমীর চন্দ না থাকলে তারা এই জায়গায় তারা পৌঁছতে পারতেন না। আজ যে আলোর দীপ্তিতে এই বাঙালি জুটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে, শিল্পনির্দেশক হিসেবে তাদের যে পরিচিতি এমন উচ্চতায় পৌঁছেছে যা তাদের নিরলস ও ধারাবাহিক পরিশ্রমের ফসল। বাঙালি হিসেবে যা আমাদের এক বিরাট গর্বের, বিরাট গরিমার, বিরাট আবেগ-অনুভূতি ও গভীর ভালোবাসাময় পূর্ণতা এনে দেয়।

বিশেষ শোক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি

ছড়ানো তারের বিষাদ: বিষ্ণুপুর ঘরানার শেষ রাজপুত্র পণ্ডিত মণিলাল নাগের বিদায়



নুরুল ইসলাম বাবুল

উৎসবের শহরে এখন অদ্ভুত এক নৈঃশব্দ্য। শরতের আকাশ থেকে আলোর রেশটুকু মিলিয়ে যাওয়ার আগেই যেন এক ভারী পর্দা নেমে এসেছে কলকাতার বুকে। যে শহর সবেমাত্র উৎসবের উন্মাদনা থেকে নিজের দৈনন্দিন ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল, সেখানে আচমকাই বেজে উঠল এক অকাল বিষাদের সুর। সেতারের তারে দীর্ঘ এক মীড় যেন হঠাৎ মাঝপথে ছিঁড়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল বিষ্ণুপুর ঘরানার শেষ রাজপুত্র, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মণিলাল নাগের সেতার। ৮৭ বছর বয়সে, ফুসফুসের দীর্ঘ সংক্রমণে ভুগে সোমবার গভীর রাতে শহরের এক হাসপাতালে তিনি পাড়ি দিলেন অনন্তের পথে। আর আমরা, যাঁরা দশকের পর দশক তাঁর আঙুলের জাদুতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম, তাঁরা পড়ে রইলাম এক গভীর শূন্যতার ভেতর।

তাঁর একজন অনুরাগী হিসেবে, তাঁর সেতারের ঝংকারে বুঁদ হয়ে থাকা এক মুগ্ধ শ্রোতা হিসেবে আজ যখন এই কথাগুলো লিখছি, তখন বুকের ভেতরটায় যেন রাগা দরবারির এক গভীর, মন্দ্রসপ্তকের আলাপের রেশ বেজে চলেছে। মনে পড়ছে নব্বইয়ের দশকের সেই শীতের রাতগুলোর কথা। ডোভার লেন কিংবা আইটিসি এসআরএ-র মঞ্চে যখন তিনি বসতেন, চারপাশটা যেন এক মায়াবী স্তব্ধতায় ঢেকে যেত। রবিশঙ্কর বা উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁয়ের মতো দিকপালরা যখন মাইহার কিংবা ইমদাদখানি ঘরানার হয়ে গোটা বিশ্বে রাজত্ব করছেন, তখন মণিলালবাবু নিঃশব্দে, পরম মমতায় আগলে রেখেছিলেন বাংলার নিজস্ব মাটির সুর; বিষ্ণুপুর ঘরানাকে। তাঁর সেতারে কোনো চটকদারি ছিল না, ছিল না অযথা দ্রুতলয়ের বাজিমাত। তাঁর সঙ্গীতে ছিল এক ধ্রুপদী তপস্যা, যা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর বাবা পণ্ডিত গোকুল নাগের কাছ থেকে। ১৯৩৯ সালে বাঁকুড়ার এক ছায়াঘেরা গ্রামে যে সাঙ্গীতিক যাত্রার শুরু, তা আজ এসে থামল কলকাতার কোলাহলে।

স্মৃতি বড়ই বেদনার। তাঁর বাজনার কথা উঠলেই মনে পড়ে যায় উস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ কিংবা পণ্ডিত কিষেন মহারাজের সঙ্গে তাঁর সেই অসামান্য যুগলবন্দির কথা। পণ্ডিত শামতাপ্রসাদ ও পণ্ডিত আনোখেলালের মতো প্রবাদপ্রতিম তবলিয়াদের সঙ্গে যখন তাঁর সেতারের কথোপকথন চলত, তখন আমরা, শ্রোতারা যেন এক অন্য জগতে হারিয়ে যেতাম। তাঁর বাজনায় নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব ও প্রতিশ্রুতির ছায়া খুঁজতেন অনেকে, আর মণিলালবাবু নিজেও নিখিলবাবুর প্রতি এক গভীর আত্মিক অনুরাগ পোষণ করতেন। দুজনের সুরের জগতেই ছিল এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক নির্জনতা। ‘সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি’ বা ‘পদ্মশ্রী’র মতো সম্মান তাঁর কাছে এসেছে ঠিকই, কিন্তু এসব জাগতিক পুরস্কারের চেয়ে তাঁর বড় পুরস্কার ছিল মঞ্চের সামনে বসে থাকা আমাদের মতো হাজারো শ্রোতার পিনপতন নীরবতা।

গত কয়েক বছর ধরেই তাঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। তাঁর কন্যা, স্বনামধন্য সেতারশিল্পী মিতা নাগ সমাজমাধ্যমে মাঝেমধ্যেই বাবার শারীরিক অবস্থার কথা জানাতেন। আধুনিক ডিজিটাল যুগে, সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় পাতায় যখন পণ্ডিতজির অসুস্থতার খবর ভাসত, আমরা প্রমাদ গুনতাম। আনন্দবাজার ডট কম-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মিতা জানিয়েছেন, সেই ২০২১ সাল থেকেই শ্বাসকষ্টের সঙ্গে তাঁর লড়াই চলছিল। ফুসফুসে বাসা বেঁধেছিল সংক্রমণ। দশমীর দিন অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমরা ভেবেছিলাম, হয়তো সুরের জোরেই তিনি আবার ফিরে আসবেন। ফিরেও এসেছিলেন। কিন্তু বয়স আর দুর্বল ফুসফুস শেষমেশ হার মানল। সোমবার ফুসফুসের সংক্রমণ চরম আকার নিলে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই সব শেষ হয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে যখন বিটি রোডের বাসভবনে তাঁর নিথর দেহ নিয়ে আসা হলো, তখন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা মিতা এবং অগণিত ছাত্রছাত্রীর চোখের জলে ভাসছে চারপাশ। অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে তাঁর অগণিত শিষ্য। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যমের পাতা;সর্বত্রই শোকের ছায়া। প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীতশিল্পীদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলোতে চোখ রাখলে দেখা যাচ্ছে তাঁদের স্মৃতিকাতরতা; কেউ লিখছেন, ‘বাংলার নিজস্ব ধ্রুপদী সত্তার এক বিশাল বটগাছের পতন হলো’, তো কেউ লিখছেন, ‘মণিলালজির প্রয়াণে ধ্রুপদী সঙ্গীতের একটি গোটা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল।’ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও এই বর্ষীয়ান শিল্পীর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। তাঁর শেষযাত্রাটিও যেন তাঁর জীবনের মতোই সাঙ্গীতিক এক পরিক্রমা। বিটি রোডের বাসভবন থেকে তাঁর নশ্বর দেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় আনোয়ার শাহ রোডের রাজ্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমিতে। সেখানে সংস্কৃতিজগতের মানুষেরা অশ্রুসজল নয়নে শেষ শ্রদ্ধা জানান তাঁদের প্রিয় পণ্ডিতজিকে। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় টালিগঞ্জের সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে (এসআরএ), যেখানে একসময় তিনি নিজে হাতে সেতারের তালিম দিয়েছেন বহু ছাত্রছাত্রীকে। এখানকার বাতাসে আজও যেন তাঁর সেতারের অনুরণন লেগে আছে। সেখান থেকে তাঁর শেষযাত্রা পৌঁছায় সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদে। আজীবন তিনি এই সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। সবশেষে কাশীপুর শ্মশানে পঞ্চভূতে বিলীন হলো সেই জাদুকরী আঙুলগুলো, যে আঙুলগুলো দশকের পর দশক বাংলার বুকে সুরের বীজ বুনে গেছে। সাংস্কৃতিক উঠানের এই নক্ষত্র পতনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হয়তো বলতেন, ক্ষ্মকিছু মানুষ চলে গেলে শহরটা হঠাৎ বড্ড ফাঁকা হয়ে যায়।ক্ষ্ম সমরেশ মজুমদারের ভাষায়, ‘ঐতিহ্যের শিকড় ছিঁড়ে গেলে যে শূন্যতা তৈরি হয়, তা কোনোদিন পূরণ হওয়ার নয়।’ সত্যিই তো! পণ্ডিত মণিলাল নাগ কেবল একজন শিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক জীবন্ত ইতিহাস। তাঁর প্রয়াণ কেবল একজন সেতারবাদকের মৃত্যু নয়, এ যেন বাংলার এক নিজস্ব সাঙ্গীতিক অহংকারের, এক আভিজাত্যের অবসান। কাশীপুরের আকাশে যখন তাঁর চিতার ধোঁয়া মিশে যাচ্ছে শরতের মেঘে, তখন আমাদের মতো সাধারণ শ্রোতাদের মনে কেবলই বাজছে এক অনন্ত ভৈরবী। সেতার থেমে গেছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি করা সুরের যে মীড় আমাদের হৃদয়ে খোদাই হয়ে আছে, তা অনন্তকাল বেজে চলবে। বিদায়, পণ্ডিতজি। আপনার সুরের আলোতেই আমরা চিনে নেব আগামীর পথ।